রাঁচি, মঙ্গলবার
15:08:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>300 >>29 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩০০ >> << ২৯ শে, শ্রাবণ ১৪৩০>>

অভিনন্দন

স্বাধীনতাদিবসের উপলক্ষে পাঠক, পাঠিকা বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভেচ্ছুদের অভিনন্দন।

সম্পাদক

ছুটির খবর

স্বাধীনতাদিবসের জন্য ১৫ আগস্ট আমাদের অফিস বন্ধ থাকবে। অতএব ১৬ তারিখে কোনো প্রকাশনা হবে না। ১৭ তারিখে পুনরায় আপনারা আপনাদের প্রিয় খবর আপনাদের হাতে পাবেন।

সম্পাদক

বাজার

দর

SENSEX : 65322.65 -365.53
NIFTY : 19428.30 -114.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .21 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .24 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সৌদিইসরায়েল চুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কেন এতটা মরিয়া

নিউ ইয়র্ক ঃ সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। বিষয়টিকে এখন বাইডেন প্রশাসন বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে। তাদের অগ্রাধিকার নীতির তালিকায় রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের এই ইস্যু। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই উদ্যোগে ফিলিস্তিন সমস্যা গৌণ হয়ে যাবে। তবে এ জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে চড়া মূল্যও দিতে হতে পারে। সৌদিইসরায়েলের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এই কথিত সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ উদ্যোগ বেশ কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ঠিক এই সময়ে বাইডেন প্রশাসন কেন এ বিষয়কে এতটা অগ্রাধিকার দিচ্ছে? মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউট থিঙ্কট্যাংকের জ্যেষ্ঠ ফেলো খালেদ এলজিনদি বলেন, বাইডেন এমনভাবে চিন্তা করছেন, যেখানে আরবইসরায়েল সংঘাতে ফিলিস্তিনকে কেন্দ্রীয় শক্তি বলে গণ্য করা হচ্ছে না। তাঁর বিশ্বাস, আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলকে মেনে নিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি সংঘাত বন্ধে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমসে কলাম লেখক টমাস ফ্রিডম্যান লিখেছেন, বাইডেন সৌদিইসরায়েল চুক্তি নিশ্চিত করতে চাইছেন। এই চুক্তি করলে সৌদি আরবকে ন্যাটোর মতো করে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তাদের বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচি চালু করতে সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হবে। ফ্রিডম্যানের লেখায় বলা হয়েছে, এই চুক্তি কাঠামোতে সরাসরি ফিলিস্তিন থাকছে না। অবশ্য তাদের কিছু কিছু বিষয় চুক্তিতে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। যেমন ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণ বন্ধ করে দেওয়া এবং পশ্চিম তীরের দখলকৃত অংশ ইসরায়েলের সঙ্গে একীভূত না করার মতো প্রতিশ্রুতি। ফ্রিডম্যান নিয়মিত প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি লিখলেও মার্কিন সরকার থেকে বিষয়টি নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এর আগে প্রতিবেদন করেছিল, যাতে বলা হয়েছিল, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বিনিময়ে ওয়াশিংটনের কাছে একটি নিরাপত্তা চুক্তি এবং পরমাণু কর্মসূচি চালানোর সুবিধা চেয়েছিল রিয়াদ। এই সুনির্দিষ্ট চুক্তির বিষয়ে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, তাঁরা সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি চুক্তি করাতে চান। সৌদি আরবের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে ইসরায়েলও তাদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কোনো রাখঢাক রাখেনি। ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ গত মাসে মার্কিন কংগ্রেসে এক ভাষণে বলেছিলেন, 'আমরা এ রকম একটি মুহূর্তের জন্য প্রার্থনা করছি।' সৌদি আরবের দিক থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে আগের অবস্থানের কোনো হেরফের হয়নি। তারা এখনো আরব শান্তি উদ্যোগকে সমর্থন করে। এই শান্তি উদ্যোগের মূল শর্ত হচ্ছে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা লাঘবে 'নিরপেক্ষ সমাধান' বের করার মাধ্যমে কেবল ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

লাদাখের ডেপসাং ও ডেমচক থেকে চীনা বাহিনীকে কি সরাতে পারবে ভারত

নয়া দিল্লি ঃ পূর্ব লাদাখের বিভিন্ন এলাকা থেকে সেনা সরানো নিয়ে ভারত ও চীনের সেনা কর্মকর্তারা আজ সোমবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে নয়টা থেকে আরেকবার আলোচনায় বসেছেন। ২০২০ সালের জুনে গালওয়ান সংঘর্ষের পর দুই বাহিনীর মধ্যে এটি ১৯তম বৈঠক। এ আলোচনা শুরু হয় চুসুল সীমান্তে। ভারতের সরকারি সূত্র অনুযায়ী, আজ বৈঠকে মূলত ডেপসাং ও ডেমচক এলাকা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা।

২০২০ সালের সংঘর্ষের পর গত তিন বছরে প্যাংগং, চুমহার, গোগরা হট স্প্রিংয়ের মতো কয়েকটি এলাকা নিয়ে দুই পক্ষে একধরনের সমঝোতা হলেও ডেপসাং ও ডেমচক নিয়ে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়নি। এ দুই জায়গা নিয়ে ভারত ও চীন গত ছয়টি বৈঠকে নিজ নিজ অবস্থানে অনড় থেকেছে। এ অবস্থায় শুরু হয়েছে ১৯তম বৈঠক। গালওয়ান সংঘর্ষের পর দেখা গিয়েছিল, চীনা ফৌজ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার (এলএসি) স্থিতাবস্থা অগ্রাহ্য করে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে। ভারতের পক্ষে সরকারিভাবে জমি হারানোর কথা স্বীকার করা না হলেও বিরোধীদের শঙ্কা, ওই সংঘর্ষ চীনা ফৌজের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

সেই থেকে ভারত বারবার সংঘর্ষ পূর্ববর্তী স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে দিতে চীনকে বলে আসছে। অর্থাৎ, ২০২০ সালের জুনের সংঘর্ষের আগে পূর্ব লাদাখে এলএসি যেমন ছিল, সেই অবস্থা মেনে চলতে চীনের প্রতি দাবি জানিয়ে আসছে। পাশাপাশি কূটনৈতিক স্তরে জানিয়ে দিচ্ছে, এলএসিতে স্থিতাবস্থা রক্ষিত না হলে সম্পর্ক কখনো স্বাভাবিক হবে না। কিন্তু চীন ভারতের এই দাবি মানতে নারাজ। এই অনড় মনোভাবের একটা বড় হাতিয়ার ভারতেরই তুলে দেওয়া। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২০ সালের ১৯ জুন গালওয়ান সংঘর্ষ নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন। সেখানে তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'ভারতের জমিতে কেউ (চীনা ফৌজ) বসে নেই, কোনো ভারতীয় ঘাঁটিও কেউ দখল করেনি।' মোদির কথার অর্থ দাঁড়ায়, এলএসির স্থিতাবস্থা যেমন ছিল, তেমনই আছে। তাহলে সংঘর্ষপূর্ববর্তী স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি কেন? এ প্রশ্ন বিরোধীরা বারবার তুললেও আজ পর্যন্ত সরকার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। কিন্তু ঘটনা হলো, গত তিন বছরে দুই দেশের সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৮টি বৈঠক হলেও বিবাদ ও বিতর্ক অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

সর্বদলীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওই দাবির এক মাস পর ২৯ জুলাই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এক ভিডিও বার্তায় বলেছিলেন, 'আমার রাজনৈতিক জীবন শেষ হয় তো হোক, তবু দেশ সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারব না। ভারতের জমি চীন দখল করে রেখেছে এই সত্য গোপন করা ও দখলদারদের থাকতে দেওয়া রাষ্ট্রের বিরোধিতা। সত্য সম্পর্কে দেশকে অবহিত করাই দেশপ্রেম।'

কংগ্রেসের এই অভিযোগের জবাবে শাসক দল বিজেপি ও সরকার বারবার জানিয়েছে, ভারতের ভূখণ্ড চীন দখল করে রেখেছে ১৯৬২ সালের যুদ্ধের সময় থেকে, কংগ্রেস যখন দেশ শাসন করত।

ডেপসাং ও ডেমচকে চীনা সেনাদের অবস্থান ভারতের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক। এ দুই অঞ্চল থেকে চীনা ফৌজ পিছিয়ে যেতে একেবারেই নারাজ। আবার ভারতও সেখানে বিন্দুমাত্র জমি ছাড়তে চায় না। এর প্রধান কারণ দৌলতবেগ ওলডি সড়ক। লাদাখের এই দুর্গম অঞ্চলে দৌলতবেগ ওলডি পর্যন্ত প্রায় ২২০ কিলোমিটার রাস্তা ভারত তৈরি করেছে।

কারাকোরাম রেঞ্জের উত্তর‌পূর্ব কোণে প্রায় ১৬ হাজার ৭০০ ফুট উচ্চতায় এই অঞ্চল থেকে চীনের সীমান্ত মাত্র ৪ কিলোমিটার। ওই সড়ক ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'লাইফলাইন'। মুশকিল হলো, সংঘর্ষের পর ডেপসাংয়ে চীনা ফৌজ যেখানে অবস্থান করছে, সেখান থেকে তারা সরে না গেলে এই সড়ক ও ভারতীয় সেনা স্থাপনা তাদের নিশানার মধ্যে চলে আসবে। ভৌগোলিক ও সামরিক দিক থেকে এই সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে চীনও সরে যেতে প্রস্তুত নয়। প্যাংগং, চুমহার, গোগরা হট স্প্রিং প্রভৃতি এলাকায় দুই দেশ সম্মতিক্রমে 'নো ম্যানস ল্যান্ড' তৈরি করতে পেরেছে। এর অর্থ, মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধবে না এমন কিছু স্থান নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

এই বোঝাপড়া যদিও সংঘর্ষপূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরে যাওয়া নয়। এর অর্থ, ভারতের যে এলাকা চীন দখল করেছে, সেখানে থেকে 'নো ম্যানস ল্যান্ড'কে তারা মান্যতা দেবে। বোঝাপড়া অনুযায়ী, ওই চিহ্নিত এলাকায় কোনো দেশের সেনা টহল দেবে না। কিন্তু ডেপসাং ও ডেমচকে তেমন ব্যবস্থায় দুই দেশই এখনো অনড়।

দুই দেশের সেনা কর্তাদের ১৯তম বৈঠক শুরুর আগের দিন গতকাল সরকারি ও সেনা সূত্রে জানানো হয়, গালওয়ান সংঘর্ষের পর পূর্ব লাদাখের চীন সীমান্তে অতিরিক্ত ৬৮ হাজার জওয়ানকে (প্রায় ৭ ডিভিশন) যুদ্ধবিমানে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনীতে বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৯০টি ট্যাংক।

প্রতিপক্ষকে মোকাবিলায় এলএসির বিভিন্ন অংশে সেনা ও এসব সমরাস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে। সীমান্তের অন্য ধারে নতুন নির্মাণকাজ চালানো হচ্ছে কি না, সেই নজরদারির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে সুখোই৩০ ও জাগুয়ার যুদ্ধবিমান। প্রস্তুত রাখা হয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধের ব্যবস্থাও। আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন। সেখানে চীনা প্রেসিডেন্ট শি চিন পিংয়ের আসার কথা। বহুরাষ্ট্রীয় বৈঠক ছাড়াও সম্মেলনের এক ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীনা প্রেসিডেন্টের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হওয়ার কথা। তার আগে সীমান্ত সমস্যার সুরাহার জন্য ১৯তম বৈঠকে অগ্রগতি হয় কি না, নজর আপাতত সেই দিকে।

শতাব্দীর প্রাণঘাতী দাবানল

হাওয়াই ঃ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই অঙ্গরাজ্যের লাহাইনা শহরে দাবানলে মৃতের সংখ্যা স্থানীয় সময় গত শনিবার নাগাদ ৯৩ জনে দাঁড়িয়েছে। মাউই কাউিন্টর ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এক শতাব্দীর বেশি সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে এটিই এখন সবচেয়ে প্রাণঘাতী দাবানল। হাওয়াইর দাবানলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় লাহাইনা শহরের ধ্বংসস্তূপে নিখোঁজদের অবস্থান জানতে প্রশিক্ষিত কুকুর দিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। মঙ্গলবার দ্রুত ছড়িয়ে পড়া দাবানলে ঐতিহাসিক পর্যটন শহরটি মাটিতে মিশে যায়। ভবনগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। ভস্ম হয়ে যায় গাড়িগুলো। ঘটনার চার দিন পর দাবানলের ভয়াবহতা আরও প্রকাশ্যে আসে। এর আগে অঙ্গরাজ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেওয়ার এক বছর পর ১৯৬০ সালে সুনামিতে হাওয়াইতে ৬১ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এর আগে ২০১৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যারাডাইজ শহরে দাবানলে ৮৫ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। হাওয়াইয়ের দাবানল শনিবার সেই সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল। আর ১৯১৮ সালে মিনেসোটা ও উইসকনসিনে দাবানলে ৪৫৩ জন প্রাণ হারান। স্থানীয় সময় শনিবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে হাওয়াইয়ের গভর্নর জশ গ্রিন সতর্ক করে বলেন, আরও মরদেহ উদ্ধার হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া অব্যাহত থাকতে পারে।

মাউই কাউন্টির পুলিশপ্রধান জন পেলেটিয়ার বলেন, মরদেহ শনাক্তে প্রশিক্ষিত কুকুর দিয়ে এখন পর্যন্ত মাত্র ৩ শতাংশ এলাকায় তল্লাশি কার্যক্রম চালানো গেছে। সেখানকার পরিস্থিতি তুলে ধরে কর্মকর্তারা বলেন, অনেকগুলো বিষয় মিলে দুঃস্বপ্নের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়া, উপকূলে হারিকেনের প্রভাবে ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার বেগের ঝোড়ো হাওয়া এবং বেশ কয়েক মাইল দূরে পৃথক আরেকটি দাবানলের ঘটনা। এসব কারণে যথাযথ সময়ে সতর্কতা জারি করা এবং বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়াটা জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির (ফেমা) হিসাব অনুযায়ী, লাহাইনা পুনর্গঠনে আনুমানিক ৫৫০ কোটি ডলারের প্রয়োজন হবে। সেখানকার ২ হাজার ২০০ বাসাবাড়ি ও স্থাপনা ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ছাড়া ২ হাজার ১০০ একরের বেশি এলাকা পুড়ে গেছে।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে নকশালবাড়িতে গ্রেফতার এক ব্যক্তি। নকশালবাড়ির শান্তিনগর এলাকার ঘটনা।ধৃতের নাম নরেন রায় (৬৬)। ধৃত ব্যক্তি ওই এলাকারই বাসিন্দা

শিলিগুড়ি ঃ নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে ওই ব্যক্তি।সম্প্রতি পরিবারের লোকজন বিষয়টি বুঝতে পেরে নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত নরেন রায়কে গ্রেফতার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। অন্যদিকে নির্যাতিতা নাবালিকা বর্তমানে হোমে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের রমরমা ব্যবহার, যত্রতত্র প্লাস্টিক পড়ে থাকায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ

ময়নাগুড়ি ঃ রবি ও সোমবার শ্রাবণী মেলায় উপচে পড়া ভিড় হলেও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ময়নাগুড়ি জল্পেশ সংলগ্ন এলাকার মানুষ। এই দুই দিন দুর দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা মন্দিরে আসেন পুজো দিতে। কিন্তু প্লাস্টিক জাত দ্রব্যের ব্যাবহার নিষিদ্ধ থাকলেও তার ব্যাবহার রমরমিয়ে চলছে জল্পেশ মন্দিরে। মন্দির চত্বরে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ ব্যানার থাকলেও কর্ণপাত করেন না সাধারণ পুণ্যার্থীরা ও ব্যবসায়ীরা। এমনকি অনেক সমাজসেবী পুণ্যার্থীদের সেবা করার জন্য সুদূর তিস্তা থেকে রাস্তার পাশে বিভিন্ন জায়গায় বা বাড়ির সামনে খাদ্য বা পানীয় দিয়ে থাকেন। তবে পানীয় দেওয়া বা খাদ্য বিলি করার পর ফেলে রেখে যান আবর্জনা। আর এতেই অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের । ময়নাগুড়ি জল্পেশ মোড় এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেন যে অনেকেই শরবত, জল দেওয়ার জন্য স্টল লাগান বাড়ির সামনে। কিন্তু রবিবার পরিষেবা দিলেও জলের কাপ, প্লাস্টিক পরিষ্কার করেন না ।

স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন ডিভিশনাল ম্যানেজার

কোচবিহার ঃ নিউকোচবিহার স্টেশন পরিদর্শন করলেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডিভিশনাল ম্যানেজার অমরজিত গৌতম। নিউকোচবিহার স্টেশনে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই নিউকোচবিহার স্টেশন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ডিভিশনের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ । সেকথা মাথায় এই স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন ডিভিশনাল ম্যানেজার।

আলিপুরদুয়ার জেলার রায়মাটাং চা বাগানে বিগত নয় দিন থেকে রিলে অনশন চালিয়ে যাচ্ছে শ্রমিকরা

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার রায়মাটাং চা বাগানে বিগত নয় দিন থেকে রায়মাটাং চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা প্রোফিডেণ্ট ফাণ্ড ও গ্যাচুইটি প্রদানের দাবিতে রিলে অনশন চালিয়ে যাচ্ছে ।

মঙ্গলবার সকালে রায়মাটাং চা বাগানে শ্রমিকরা গেট মিটিং আয়োজিত হয় । এদিনের গেট মিটিং বাগানের সবকটি শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন । । শ্রমিক নেতারা জানান দাবী পূরণ না হ ওয়া ওবধি আঃেদালন চলবে।

বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপস্থিতিতে শিলিগুড়ির হাসমি চকে মহিলা মোর্চার ধর্না চলছে

শিলিগুড়ি ঃ এই রাজ্যে মহিলারা অসুরক্ষিত, এমনি অভিযোগ তুলে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হল ভারতীয় জনতা পার্টি শিলিগুড়ি মহিলা মোর্চারাজ্যজুড়ে মহিলাদের ওপর অত্যাচার চলছে, এই রাজ্যে মহিলারা অসুরক্ষিত, এমনি অভিযোগ তুলে দুদিনব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হল ভারতীয় জনতা পার্টি শিলিগুড়ি মহিলা মোর্চা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির হাশমি চকে চলা এই কর্মসূচি দ্বিতীয় দিনে পড়ল ।মহিলার মোর্চার নেতৃত্বদের অভিযোগ, গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের একের পর এক ঘটনা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না রাজ্য সরকার। এরই প্রতিবাদে তাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।

বেহালার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে শিলিগুড়িতে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী

বেহালায় সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুল পড়ুয়া শৌরনীলের মৃত্যুর ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগেভাগে সতর্কতামূলক প্রস্তুতি নিতে শুরু করল প্রশাসন। স্কুলের সামনে সড়ক দূর্ঘটনার মতো বিপজ্জনক ও ঝুঁকি রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখলেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। সম্প্রতি বেহালায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা মৃত্যু হয় সাত বছরের শিশু শৌরনীলের। প্রশ্ন উঠছিল পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। বেহালার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে শহরে না ঘটে তা নিশ্চিত করতে ময়দানে নামলেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। মঙ্গলবার বোর্ড মেম্বারদের নিয়ে শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় এলাকা পরিদর্শনে যান এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। স্কুলের পড়ুয়াদের পথ চলতে কোনরকম যাতে জীবনের ঝুঁকি না থাকে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করেন তিনি। প্রয়োজনে শহরের সমস্ত স্কুলের পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটকে সবরকম সহযোগিতার কথা জানান তিনি।

অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে মারধোর করে খুন করার অভিযোগ জামাই সহ শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে

জলপাইগুড়ি ঃ নয় মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে মারধোর করে খুন করার অভিযোগ উঠলো ময়নাগুড়িতে। অভিযোগের তীর জামাই সহ শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার এই বিষয়ে গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোক ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করেন জামাই সহ শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ইতিমধ্যেই ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

জানা যায়, মৌলানি এলাকার প্রিয়াঙ্কা রায়ের সাথে রামশাই এলাকার বিশ্বদেব রায়ের বিয়ে হয় প্রায় বছর খানেক আগে। বিয়ের পর গৃহবধূ প্রিয়াঙ্কা রায় অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। এদিকে নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা হলেও গৃহবধুর উপর শারীরিক নির্যাতন চালাতো বলে অভিযোগ। স্বামী সহ বাড়ির বাকি সদস্যরাও সেই গৃহবধুর উপর অত্যাচার চালাতো। গত সোমবার রাতে আচমকা ব্যথা অনুভব করায় শ্বশুর বাড়ির লোক স্থানীয় কবিরাজ বা ওঝার কাছে নিয়ে যায়। এই অবস্থায় গৃহবধূ বাপের বাড়িতে ফোন করে বিষয়টি জানালে বাড়ির লোক পৌঁছায় সেখানে। সেখানেই অচৈতন্য অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। পুলিশ জানিয়েছে এই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত হবে। বুধবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোক ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করেন জামাই সহ শ্বশুর বাড়ির লোক। অভিযোগের ভিত্তিতে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ মৃত গৃহবধুর স্বামী বিশ্বদেব রায়কে আটক করে। তাকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গৃহবধুর শ্বশুর বাড়ির পরিজনরা।

লাইভ প্রোগ্রামে ফোনে কথাবার্তা শুরু করতে চলেছেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান

শিলিগুড়ি ঃ এবার এসজেডিএ চালু করছে টক টু চেয়ারম্যান ফোন ইন লাইভ অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান সংস্থার চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি বলেন এর আগে আমরা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জনসংযোগের পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া চালু করেছিলাম। এবার আমরা টক টু চেয়ারম্যান ফোন ইন লাইভ অনুষ্ঠান শুরু করব। যা প্রত্যেক সপ্তাহের মঙ্গলবার ২.৩০ থেকে ৪টা পর্যন্ত চলবে।

গঙ্গার ভাঙ্গনে এবার তলিয়ে গেল রতুয়া থানার মহানন্দাটোলা এলাকার আস্ত একটি পুলিশ ক্যাম্প

মালদা ঃ গঙ্গার ভাঙ্গনে এবার তলিয়ে গেল রতুয়া থানার মহানন্দাটোলা এলাকার আস্ত একটি পুলিশ ক্যাম্প। সোমবার রাতের এই ঘটনার পর মঙ্গলবার সকাল থেকেই রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে বহু পরিবার গঙ্গার ভাঙ্গনের জেরে বাড়ির আসবাবপত্র নিয়ে অন্যত্র সরে গিয়েছে। যদিও পুলিশ ক্যাম্পের কর্মীরা আগে থেকেই জিনিসপত্র নিয়ে স্থানীয় একটি ফ্ল্যাড সেঃটারে আশ্রয় নিয়েই রয়েছেন। রতুয়া থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত জানিয়েছেন, মহানন্দাটোলায় পুলিশ ক্যাম্পটি গঙ্গার ভাঙ্গনে তলিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে ওই পুলিশ কর্মীদের স্থানীয় ফ্ল্যাড সেঃটারে সরিয়ে আনা হয়েছে। তবে গ্রামে নিরাপত্তার কোন সমস্যা নেই। যেভাবেই সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পে পুলিশ অফিসার , কর্মীরা কাজ করছিলেন । সেই ভাবে কাজ করে চলেছেন । আপাতত একটি অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরির চিন্তাভাবনা করা হয়েছে।

রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জি জানিয়েছেন, গঙ্গার এপারে যেমন মালদা জেলা রয়েছে। এতদিন তো কেন্দ্রের অন্তর্গত ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ করে এসেছিল। গত কয়েক বছরে আচমকা কাজ বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে সেচ দপ্তরের অফিসারেরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছে এবং ভাঙ্গন ঠেকানোর ক্ষেত্রে প্রযোজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন। যে কাজ কেন্দ্রকে করা উচিত ছিল, সেই কাজ এখন জেলা প্রশাসনকে করতে হচ্ছে। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, একটা সময় পর্যন্ত ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ করে এসেছে। কিন্তু এই সব এলাকায় এতটাই তৃণমূলের তোলাবাজি হয় যে সেখানে সঠিকভাবে কাজ করা যায় না। গত কয়েক বছর ধরে ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ সেচ দপ্তর করছে। কিন্তু সেই কাজেও দুর্নীতি হয়েছে বলে মনে করছি। যার ফলে এখন সাধারণ মানুষকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে।

মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল বিক্ষোভ মিছিল করেছে

শিলিগুড়ি ঃ মণিপুরে জাতিগত দাঙ্গার নির্মম নৃশংসতার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ফ্ল্যাট, অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মী কল্যাণ সমিতির দ্বারা একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। সমাবেশে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পাপিয়া ঘোষ মহাশয় সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

লটারি টিকিট কেটে কোটিপতি টেকাটুলির দুই বন্ধু

ময়নাগুড়ি ঃ লটারি সর্বনাশা । সেই লটারি আবার দেখায় কোটিপতির দরজা । সেই তালিকায় এখন নাম উঠে আসল ময়নাগুড়ির বাশিলাডাঙ্গা এলাকার দুই যুবকের । জানা গেছে , সোমবার ডিয়ার লটারি কেটে রাতারাতি কোটিপতি হল ময়নাগুড়ি ব্লকের টেকাটুলির বাশিলাডাঙ্গা এলাকার দুই যুবক ছোটন সরকার ও স্বপন কুমার ঋষি । সোমবার তারা দুই বন্ধু অংশীদারি হিসেবে একটি ডিয়ার লটারির নাম্বার কাটে । এদিন , রাত আটটায় সেই লটারির রেজাল্ট বের হলে এক কোটির ঘরে তাদের লটারির নাম্বার দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে ওই দুই যুবকের পরিবার । জানা গেছে , ছোটন সরকার নিজেই লটারি বিক্রেতা । অপরদিকে স্বপন কুমার ঋষি ব্যাঙ্ক কর্মচারী । তাদের বক্তব্য , এই আর্থিক লাভ তাদের পারিবারিক স্বচ্ছলতা নিয়ে আসবে ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

adani
मज़बूत क़दम
ऊँची उड़ान.
हम सब आज़ादी की भावना का जश्न मना रहे हैं. हमारे देश ने गर्व के साथ प्रगति, एकता और आकांक्षाओं के 76 वर्ष पूरे कर लिए हैं. अदाणी समूह में हम स्वतंत्रता की उल्लेखनीय कहानी में योगदान देने के अपने विशेषाधिकार का सम्मान करते हैं.
स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ
/AdaniOnline | www.adani.com
Disclaimer: Artistic representation of the Indian flag.

15 अगस्त
"विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा उचा रहे हमारा"
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
बालेश्वर तुरी
जदयू मांडू प्रखंड सचिव सह अनुसूचित जाति उत्थान परिषद रामगढ़ जिला उपाध्यक्ष

15 अगस्त
"विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा उचा रहे हमारा"
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
CHITARPUR COLLEGE CHITARPUR
चितरपुर महाविद्यालय परिवार
चितरपुर (रामगढ़)

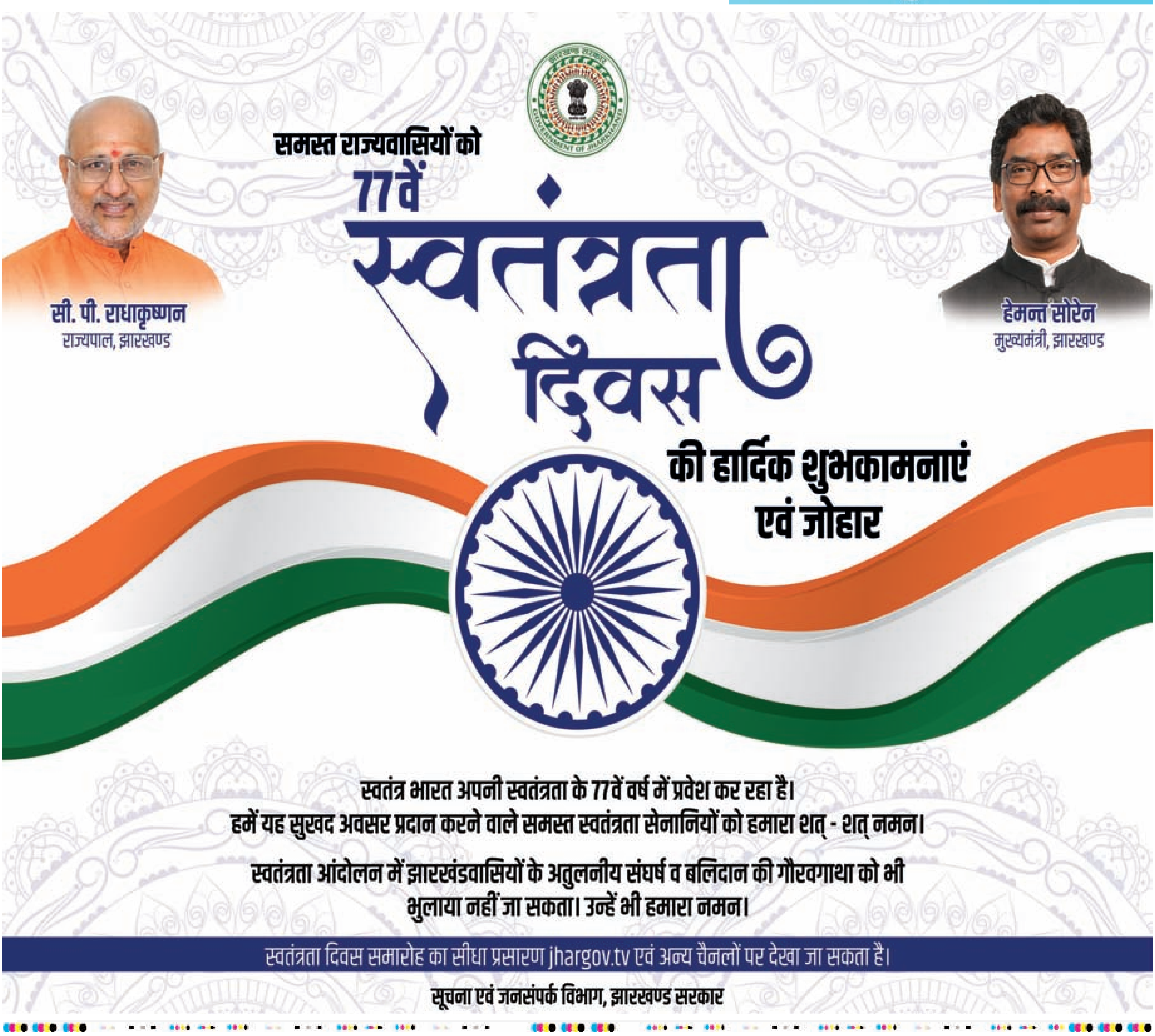
झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND
समस्त राज्यवासियों को
77वें
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं एवं जोहार
सी. पी. राधाकृष्णन
राज्यपाल, झारखण्ड
हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड
स्वतंत्र भारत अपनी स्वतंत्रता के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।
हमें यह सुखद अवसर प्रदान करने वाले समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत् - शत् नमन।
स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंडवासियों के अतुलनीय संघर्ष व बलिदान की गौरवगाथा को भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें भी हमारा नमन।
स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण jhargov.tv एवं अन्य चैनलों पर देखा जा सकता है।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

সাইবার নিরাপত্তা আইন ঃ চুন খেয়ে মুখ পুড়িয়ে দই দেখে ভয়

২০০৬ সালের আইসিটি আইনের ৫৭ ধারার অপব্যবহারের জ্বালায় যখন আমরা অতিষ্ঠ, তখন বলা হলো নতুন 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' হচ্ছে, এতে ৫৭ ধারার বেদনার উপশম হবে। কিন্তু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়া দেখে আমরা উৎকণ্ঠিত হলাম, এতে ৫৭ ধারার উপশম তো হলোই না, বরং তা আরও নতুন ব্যথা বাড়াল। আমরা আলোচনায় সক্রিয় হলাম। একেবারে সংসদীয় কমিটিতে পর্যন্ত কথা বললাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুত বৈঠক শেষ না করেই সংসদে আইনটি পাস করা হলো। সেখানে মন্ত্রী বাহাদুর এ কথা বলেছিলেন যে আমরা (সাংবাদিকেরা) নাকি বিষয়টি বুঝতেই পারিনি। আমাদের কোনো কথাই শোনা হয়নি। আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নানা ধারায় ছড়িয়ে দেওয়া হলো। আখেরে আমাদের কথাই সত্যি হলো। এখন নানা দেশ ও সংগঠনের যে কথার চাপে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন 'সংশোধন' করে সাইবার নিরাপত্তা আইন করা হচ্ছে, শুরুতে আমরা সে কথাগুলোই বলেছিলাম। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের সময় আমাদের উদ্বেগ ছিল মূলত চারটি জায়গায়-১. জামিন অযোগ্য ধারা অনেক বেশি, কোথাও শাস্তি ও জরিমানার পরিমাণ অস্বাভাবিক, ২. কোনো কোনো ধারায় অপরাধের সংজ্ঞা অস্পষ্ট, ৩. আইনটিতে পুলিশের যে পর্যায়ে অবারিত ক্ষমতা, তাতে অপপ্রয়োগের মাত্রা বাড়বে, ৪. বিশেষত সংবাদকর্মীদের বেলায় এই আইনের বেপরোয়া প্রয়োগের কারণে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হবে। এর সঙ্গে আমরা বলেছিলাম, প্রচলিত ফৌজদারি আইনে যেসব অপরাধ ও তার সাজার বিধান নিশ্চিত আছে, সেগুলো এই আইনে কেন আনা হচ্ছে? তথ্য অধিকার আইনে আমাদের যে এগিয়ে যাওয়া, অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট এনে তাকে কেন বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে? বলাই বাহুল্য, আমাদের এসব কোনো কথাই শোনা হয়নি। আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নানা ধারায় ছড়িয়ে দেওয়া হলো। আখেরে আমাদের কথাই সত্যি হলো। বাংলাদেশকে মন্ত্রীর কল্পিত স্বর্গরাজ্য বানাতে গিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দেশকে বানাল পচা জেলখানা। পাঁচ বছরে সাত হাজারের বেশি মামলায় হয়রানি হলেন অনেকে, বিনা জামিনে জেলে মারা গেলেন মুশতাক, এখনো জেলে খাদিজাতুল কুবরা। এত মামলার মধ্যে টিকল মাত্র ১৫০টি, আটক হলেন ২৫ জন সাংবাদিক। কাজেই কাউকে হয়রানির জন্য এই আইনের প্রয়োগ স্পষ্ট। নতুন ও প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা আইনের খসড়া দেখছি। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের তুলনায় কিছু ধারায় জামিনের সুযোগ বাড়াল বটে, কিন্তু কিছু ধারায় অস্বাভাবিক জরিমানার বিধান করা হলো। সেই জরিমানা দিতে না পারলে জেলে যাওয়ার খড়্গ মাথার ওপর ঝুলেই থাকল। আইনমন্ত্রী বলছেন, ২৫ লাখ টাকা জরিমানার বিধান থাকলেও বিচারক ১ টাকাও জরিমানা করতে পারেন। কথা সত্য, তাহলে বিশাল অঙ্কের জরিমানা রাখা হলো কেন? ভয় দেখানোর জন্য? বাকি ধারাগুলোতেও খুব বড় পরিবর্তন দেখছি না। তুলনামূলক আলোচনা না করে প্রস্তাবিত সাইবার সিকিউরিটি আইনটি ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে কয়েকটি সুপারিশ করতে চাই। ১. ফৌজদারি আইনে যেসব অপরাধ ও সাজা নির্ধারণ করা আছে, এই আইনে তা সংযোজন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ২. এই আইনে অন্তর্ভুক্ত করে ১০০ বছরের পুরোনো অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টকে নতুন করে জীবন দেওয়ার কোনো মানে হয় না। ৩. আইনের ৮, ২১, ২৫, ২৮, ৩১, ৩২, ৪৩ ও ৫৩ ধারায় অপরাধের সংজ্ঞা ও এই আইনের প্রয়োগের প্রক্রিয়া আরও সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। ৪. খসড়ায় ৪৩ ধারা সাবইন্সপেক্টরের 'নিচে নহেন', এমন পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তাকে 'পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেপ্তারের' ক্ষমতা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতোই রাখা হয়েছে। এটিই হচ্ছে আইনটির 'মিস ইউজ ও অ্যাবিউজ'-এর মূল শক্তি।

চীনের চোরাগোপ্তা কৌশলের খেসারত দিতে হচ্ছে গোটা বিশ্বকে

এটি সর্বজনবিদিত যে ১৯৯৫ সাল থেকে চীন তার সামরিক ব্যয় ১০ গুণ বাড়িয়েছে এর সুবাদে তার হাতে এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় নৌবাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনী রয়েছে এবং এই শক্তিকে দেশটি প্রায়ই তার যুদ্ধবাদী সম্প্রসারণবাদকে এগিয়ে নিতে ব্যবহার করে থাকে।

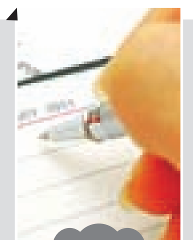

ব্রহ্ম চেলানি
প্রাবন্ধিক

কিন্তু এর পাশাপাশি চীনের সম্প্রসারণবাদকে সমর্থন করে এমন অনেক অস্বচ্ছ নীতি, অস্বচ্ছ প্রকল্প ও অসাধু কর্মতৎপরতা আছে, যা সবার নজরে কখনোই ততটা পড়ে না। খুব কম লোকই জানে এসব লুকোছাপা করা চীনা নীতি ও তৎপরতা গোটা বিশ্বকে হুমকিতে ফেলে দিয়েছে। চুপিসারে চালানো তৎপরতার মাধ্যমে নিজের কৌশলগত অবস্থানের সীমা বাড়ানোর এবং নির্লজ্জভাবে সেই তৎপরতার কথা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে চীনের রেকর্ড দীর্ঘদিনের।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হর্ন অব আফ্রিকাভুক্ত ছোট্ট দেশ জিবুতিতে ২০১৭ সালে চীন সামরিক ঘাঁটি গড়েছে। এর মাধ্যমে চীন প্রথমবারের মতো বিদেশে কোনো সামরিক ঘাঁটি গাড়ল। চীনের কাছ থেকে নেওয়া জিবুতির বিশাল অঙ্কের ঋণের দায়ের সঙ্গে এই ঘাঁটি গড়ার যোগসাজশের গুঞ্জন থাকলেও চীন বরাবরই তা অস্বীকার করে আসছে।

বর্তমানে চীন কম্বোডিয়ায় একটি নৌঘাঁটি বানাচ্ছে। কম্বোডিয়া তার উপকূলের এক-পঞ্চমাংশ এলাকা ও বেশ কয়েকটি দ্বীপ চীনের কাছে ইজারা দিয়েছে। চীনের অর্থায়নে কম্বোডিয়ার নৌ ঘাঁটির জেটির কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এই জেটির আকার-আকৃতি ও নকশার সঙ্গে জিবুতিতে চীনের গড়া ঘাঁটির জেটির আকার ও নকশায় অনেক মিল রয়েছে। এই ঘাঁটিতে চীন বিনিয়োগ করার কথা স্বীকার করলেও এর পরিচালন কাজে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা থাকবে না বলে দাবি করেছে। চীন বলেছে, ওই নৌ ঘাঁটিতে কেবল কম্বোডিয়ার নৌ বাহিনীর প্রবেশাধিকার থাকবে অন্য কারও নয়।

উহান প্রদেশ থেকে একটি নতুন করোনাভাইরাস ছড়ানোর তথ্যপ্রমাণ হাজির হওয়ার পর চীন যদি দ্রুত সে বিষয়টিকে আমলে নিত এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিত, তাহলে আগে থেকেই সবাই সতর্ক হতে পারত। আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে যে পরিমাণ প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা হয়তো হতো না। কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, চীন সরকার প্রথম দিকে পুরো বিষয়টি চেপে গেছে এবং এর খেসারত হিসেবে সারা বিশ্বে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে কমপক্ষে ৭০ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়েছে।

তবে বাস্তব অবস্থা বলছে, চীনের নৌবাহিনী ওই ঘাঁটিটি ব্যবহার করবে, নিদেনপক্ষে চীন এখানকার সামরিক সরঞ্জামের সুবিধা নেবে। দক্ষিণ চীন সাগরে সাতটি কৃত্রিম দ্বীপ বানিয়ে সেগুলোকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারোপযোগী করে তুলে চীন এমনিতেই সেখানে নিজের অবস্থান শক্ত করেছে

কম্বোডিয়ার ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারলে তা তাকে আরও শক্তি জোগাবে। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী করিডরের ওপর চীনের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে।

যে তিব্বত মালভূমি থেকে ভাটির দিকের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক নদীগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, সেই তিব্বত মালভূমিকে দখল করে চীন এখন তলেতলে সেখানে বড় বড় বাঁধ প্রকল্প করছে। এর মাধ্যমে চীন অন্য দেশগুলোর দিকে প্রবহমান নদীর গতিপথকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

চীন ও ভারতের ভারী সামরিক সজ্জায় সজ্জিত সীমান্তের খুব কাছেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা চীনের রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্ট ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস ২০২১ সালে অনুমোদন করেছে। তবে ওই প্রকল্পের হালনাগাদ অবস্থা সম্পর্কে চীন জনসমক্ষে কিছুই প্রকাশ করেনি।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থ্রি জর্জেস ড্যাম যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে, প্রস্তাবিত এই নতুন বাঁধ থেকে তার তিন গুণ বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাবে। এই প্রকল্প এলাকায় নির্মাণসামগ্রী ও কর্মী পরিবহন করতে চীন সরকার একটি নতুন রেলপথ ও মহাসড়ক তৈরি করেছে। তবে প্রকল্পটি কদ্দুর এগিয়েছে, তা আমরা বলতে পারছি না। বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ স্যাটেলাইট চিত্র থেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না-প্রকল্পটির কাজ কেবল সেই পর্যায়ে পৌঁছানোর পরই আমরা এর নির্মাণকাজ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পাব। তবে সেটি হবে নির্মাণকাজের প্রায় শেষ পর্যায়।

মেকং নদীতে বিশাল বিশাল ১১টি বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে চীন এই চুপিসারে কাজ সারার নীতি অনুসরণ করেছে। এই বাঁধগুলোর মাধ্যমে শুধু প্রতিবেশীদের তুলনায় বেশি ভূরাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করেনি, এগুলো পরিবেশগত বিপর্যয়ও ঘটিয়েছে। বর্তমানে চীন হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বাঁধ দেওয়া দেশ এবং শুধু মেকং নদীতেই তারা আরও আটটি বাঁধ দিচ্ছে। চীনের কারণে অস্বচ্ছতাও ঋণ দেওয়ার একটি সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা চীনকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সার্বভৌম ঋণদাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

গত এক দশকে চীন বিভিন্ন দেশকে যত ঋণ দিয়েছে, তার প্রায় সব কটিতে একটি গোপনীয়তার শর্তবিশিষ্ট অনুচ্ছেদ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ওই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঋণ নেওয়া দেশ ঋণ পাওয়ার শর্ত গোপন রাখতে বাধ্য হয়ে থাকে। চীনের এই ঋণের ফাঁদে ইতিমধ্যে আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশ পা দিয়েছে। ঋণের কিস্তি শোধ দেওয়া প্রশ্নে এসব দেশ চীনের চাপের মুখে পড়ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে চীনের জন্য আর্থিক ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ করায় সহায়ক চীনা শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, চীন ঋণের চুক্তিতে এমনভাবে শর্ত সন্নিবেশ করে, যার ফলে ঋণগ্রহীতার নীতির সঙ্গে একমত না হলে বেইজিং পাস করা ঋণ বাতিল পর্যন্ত করতে পারে। তবে কোভিড-১৯ মহামারির তথ্য গোপন করে চীন সারা বিশ্বের যে ক্ষতি করেছে, তা দেশটির তথ্য চেপে যাওয়া ও লুকোছাপার নীতি কৌশল অনুসরণের নিকৃষ্টতম উদাহরণ।

উহান প্রদেশ থেকে একটি নতুন করোনাভাইরাস ছড়ানোর তথ্যপ্রমাণ হাজির হওয়ার পর চীন যদি দ্রুত সে বিষয়টিকে আমলে নিত এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিত, তাহলে আগে থেকেই সবাই সতর্ক হতে পারত। আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে যে পরিমাণ প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা হয়তো হতো না। কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, চীন সরকার প্রথম দিকে পুরো বিষয়টি চেপে গেছে এবং এর খেসারত হিসেবে সারা বিশ্বে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে কমপক্ষে ৭০ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। এমনকি শুধু চীনের অসহযোগিতা ও তথ্য দিতে অস্বীকৃতির কারণে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা কোভিড-১৯ এর মূল উৎসস্থল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি।

আন্তর্জাতিক আইনকানুন ও বিধি লঙ্ঘনের দিকে চীনের ঝোঁক তার অস্বচ্ছতার সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। হংকংয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করা এবং দক্ষিণ চীন সাগরকে সামরিকীকরণ না করার বিষয়ে চীন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলোসহ বহু প্রতিশ্রুতি চীন ধারাবাহিকভাবে লঙ্ঘন করে এসেছে।

ভারতের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ হিমালয় সীমান্তের বিদ্যমান স্থিতাবস্থাকে একতরফাভাবে পাল্টে না দেওয়ার বিষয়ে চীনের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা বেইজিং নিষ্ঠুরভাবে লঙ্ঘন করেছে এবং শুধু চীনের অনুপ্রবেশের কারণে দুই দেশের মধ্যে তিন বছর ধরে সেখানে সামরিক অচলাবস্থা চলছে।

রাশিয়া যেভাবে ইউক্রেনে সর্বাত্মক অভিযান চালিয়েছে, চীন সেভাবে প্রকাশ্য অভিযান চালায় না। চীন ধীরে ধীরে ধূর্ততার সঙ্গে চোরাগোপ্তাভাবে তার নিশানা করা দেশটির দিকে এগোতে থাকে।

একদিকে সে চুপিসারে এগোয়, অন্যদিকে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এই দুটি কৌশলই তাকে পশ্চিমাদের নিষ্পত্তিমূলক প্রতিক্রিয়া থেকে এখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে।

সাময়িকী

'এই ইলিশ পুলিশও কিনছে, স্যার!'

মো. ফখরুল ইসলাম
কলামিস্ট

এ বছর বর্ষাকাল অনেকটা বৃষ্টিহীন কেটে যাচ্ছে। কিছু জেলা ছাড়া অন্যান্য জায়গায় অতি কম বৃষ্টির কারণে কৃষকেরা রোপা আমন ধানের চারা লাগাতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করছেন। জলের অভাবে পাট জাগ দিতে পারছেন না। বড় বড় নদীতে জল কমে গেছে। বঙ্গোপসাগরে নদীর মোহনায় ডুবোচর জেগে উঠেছে। তাই বর্ষাকালে সাগর থেকে ইলিশ মাছ উজানের নদীতে বিচরণ করতে আসার মুখে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। এ কারণে ইলিশের মৌসুমে দেশজুড়ে ইলিশের আকাল দেখা দিয়েছে। গত দীর্ঘ দুই মাস নদীসাগরে ইলিশ ধরায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় জেলেরা ঘরে বসেঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। শেষ জুলাইয়ে এই নিষেধাজ্ঞা পার হতেই জেলেরা অতি উৎসাহে নদীসাগরে জাল নিয়ে নেমে গেছেন। কিন্তু তাঁরা জলেতে নামতে না নামতেই হঠাৎ বৈরী আবহাওয়ার কবলে পড়ে উপকূলে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে আবার জাল ফেলতে গেলে আশানুরূপ মাছ না পেয়ে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে আসছেন। জেলেরা সামান্য পরিমাণ ইলিশ নিয়ে ঘাটে ফিরলে তার দাম হয় খুব চড়া। স্থানীয় বাজারে সেসব মাছের চাহিদা থাকলেও সেগুলো বড় বড় শহরের পাইকারেরা অগ্রিম কিনে নিয়ে আরও চড়া দামে বিক্রি করে দিচ্ছেন। এ কারণে সাধারণ মানুষ এ বছর ইলিশের স্বাদ নেওয়া দূরে থাক, চেহারা দেখারও সুযোগ পাচ্ছে না। তবে অনেক জায়গায় ছোট ইলিশ বা জাটকা কেনাবেচা চোখে পড়ছে। নিজেদের মাছ ধরার খরচ পুষিয়ে নিতে বাধ্য হয়ে জেলেরা জাটকা শিকার করছেন। প্রতিবছর আষাঢ়ের শেষ দিকে ফেরিওয়ালারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বড় বড় ইলিশ ফেরি করে সস্তায় বিক্রি করতেন। কিন্তু এ বছর ইলিশের ফেরিওয়ালাদের কারও দেখা নেই। তবে তাঁদের কেউ কেউ জাটকা বিক্রি শুরু করেছেন। কাঁচাবাজারের মাছ বিক্রেতারা অনেকেই প্রকাশ্যে জাটকা বিক্রি করছেন। সেদিন নিউমার্কেট কাঁচাবাজারে মাছের দোকানে দেখা গেল, কিছু দোকানি দীর্ঘদিন ফ্রিজে রাখা বড় দু-একটি সামুদ্রিক ইলিশ নিয়ে বিষণ্ন মনে বসে আছেন। সেগুলোর দামও অনেক বেশি। কেজিপ্রতি দাম হাঁকছেন ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার টাকা। কারও কাছেই নদী থেকে আহরিত নতুন মৌসুমি ইলিশের জোগান নেই। তবে তাঁদের অনেকের কাছে ডালিভর্তি জাটকা। কেউ ডালির মুখ অর্ধেক খুলে রেখেছেন, কেউ পুরোটাই খুলে পলিথিনে বিছিয়ে রেখে হাঁকডাক করে বিক্রি করছেন। বাজারে প্রকাশ্যে জাটকা বিক্রির হাঁকডাক শুনে মনে হলো, এর নিষেধাজ্ঞা বুঝি তুলে নেওয়া হয়েছে। কৌতূহলবশত একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইলিশের মৌসুমে জাটকা বিক্রি করছেন কেন? এত জাটকা কোথায় পেলে? তার ঝটপট উত্তর, 'এ বছর নদীতে ইলিশ নেই। জেলেরা নদী থেকে ফিরে আসার আগে ট্রলারের তেলের দাম ও মৎস্যশ্রমিকদের খরচ মেটানোর জন্য ঘানিজাল দিয়ে জাটকা শিকার করে এনে গোপনে বিক্রি করছে। কী করবে বলুন? উপায় নেই তো!' বললাম, 'আপনাদের তো খুব সাহস! এত বড় বাজারে খোলা জায়গায় বসে জাটকা বিক্রি করছ, কেউ বাধা দিচ্ছে না? মৎস্য বিভাগ বা পুলিশের লোক তোমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে না?' তার উল্টো উত্তর এবার। বলল, 'ফ্রিজে রাখা এক বছরের বাসি হওয়া সামুদ্রিক ইলিশের চেয়ে নদীতে ধরা এসব জাটকার স্বাদ বেশি, তাই চাহিদা বেশি। বড় সাহেবরা গাড়ি চড়ে এসে এসব জাটকা ব্যাগভরে কিনে নিচ্ছে, স্যার! কেউ কেউ আমার ফোন নম্বর নিয়ে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতে বলছে। আমার পুলিশের ভয়ডর লাগে না। তারাও আমার ক্রেতা। আমার কাছে এই ইলিশ পুলিশও কিনছে, স্যার!' একদিকে ভয়ংকর ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে গৃহীত নিষেধজ্ঞা কর্মসূচি অবজ্ঞা করে একশ্রেণির মানুষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে জরিমানা গুনছেন, অন্যদিকে জাটকা বিক্রেতারা বলছেন আরেক উল্টো কথা। আমাদের দেশে ছোটবড়, শিক্ষিতঅশিক্ষিত, ধনীদরিদ্র সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে অসহিষ্ণু ও কার্যত বেপরোয়া হয়ে গেলে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের বাহক ও ধারক হবে কে বা কারা?

জানা অজানা

এ জগতে পাপ ও পুণ্যের ভাগ কেউ নেয় না

সুনীল কুমার দে

এ জগতে পাপ ও পুন্যের ভাগ কেউ নেয় না,এ গুলো সব নিজের নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। টাকাকড়ি,ধন দৌলত,গাড়িবাড়ি এসব নিয়ে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কাড়াকাড়ি ও মারামারি হয় কিন্তু পাপ পুণ্যের কেউভাগ নিতে চায় না। এ প্রসঙ্গে একদিন ব্রহ্মা ও নারদ দস্যু রত্নাকর কে বলেছিলেন,,,রত্নাকর তুমি যে এত পাপ কাজ করছো এর পাপের ভাগি কে হবে।উত্তরে রত্নাকর বলেছিলো,,,, কেন,যাদের জন্য চুরি, ডাকাতি,ও নর হত্যা করছি অর্থাৎ মা বাবা,স্ত্রী পুত্র কন্যা এরা সবাই আমার পাপের ভাগ নেবে।

তাঁরা বললেন,,, যাও ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো।তাঁদের কথা মতো রত্নাকর ঘরে গিয়ে জিগেস করলো তার পাপের ভাগি কেউ হবে কিনা কিন্তু পরিবারের সকল সদস্য তার পাপের ভাগ নিতে অসম্মতি জানালো।তখন রত্নাকরের চোখ খুললো।সে দৌড়ে গিয়ে ব্রহ্মা ও নারদের পায়ে গিয়ে পড়লো ও মুক্তির উপায় চাইলো।ব্রহ্মা তখন তাকে রাম মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন ও নিরন্তর রাম নাম জপ করতে বললেন।এই রাম নামেই একদিন রত্নাকরের সকল পাপ কেটে গেল ও সে নব জীবন লাভ করলো।রত্নাকর থেকে হলেন বাল্মীকি যিনি পরবর্তী কালে রামায়ণ রচনা করলেন।বলার তাৎপর্য এই যে পাপ ও পুণ্যের ফল নিজেকেই ভোগ করতে হবে,কেউ ভাগ নেবে না।তাই যদি হয় তাহলে আমরা পাপ কাজ ও খারাপ কাজ করবো কেন।পুন্য কাজ অর্থাৎ ভালো কাজ,সৎ কাজ,ধর্ম কাজ করবো না কেন। অনেকেই বলবেন ,,এখন কলিযুগ ,ভালো কাজের ও সৎ কাজের কোনো মূল্যে নেই।কে বলে নেই,তাহলে তো পুরো পৃথিবীটা শয়তানের রাজত্ব হয়ে যেত।তাই পাপের সাজা অবশ্যই হয় আগে নয় তো পরে।পাপ কাজ করে আজ পর্যন্ত কেউ রেহাই পায় নি।তাই ভালো কাজ ও পুন্য কাজ করার মানসিকতা রাখুন ,নিজেকে ও সমাজ কে সুন্দর করুন।ধর্ম ভয় থেকেই মনে আসে পুন্য করার সদ ইচ্ছা তাই ধর্ম ভয় থাকা ভালো।

৮০ শতাংশ আমেরিকানই কেন রক্ষণশীল?

জিল ফিলিপোভিক

এ বছরের গ্রীষ্মে গবেষণা সংস্থা গ্যালাপ তাদের জরিপে বেশ কিছু বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশ করেছে। জরিপে দেখা যাচ্ছে, এক দশকের যেকোনো সময়ের তুলনায় আমেরিকানরা এখন সামাজিকভাবে আরও বেশি রক্ষণশীল হয়ে পড়েছেন। সামাজিক বিষয়ে ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ বলেছেন, তাঁরা 'রক্ষণশীল' অথবা 'অতিরক্ষণশীল'। এর বিপরীতে মাত্র ২৯ শতাংশ বলেছেন তাঁরা 'উদারপন্থী' অথবা 'অতি উদারপন্থী'। অথচ এক বছর আগে, ৩৩ শতাংশ আমেরিকান জানিয়েছিলেন তাঁরা রক্ষণশীল, আর উদারপন্থী ছিলেন ৩০ শতাংশ।

এত বেশি আমেরিকানের হঠাৎ ডান পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণ কী?

যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক রক্ষণশীলতা সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছেছিল ২০০৯ সালের বারাক ওবামার ক্ষমতা গ্রহণের বছরে। আর ২০২১ সালে সামাজিক রক্ষণশীলতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল। সে বছর ট্রাম্পপন্থীদের ভয়াবহ বিদ্রোহ যুক্তরাষ্ট্র ও রিপাবলিকান পার্টির জন্য লজ্জা বয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এর পর থেকে সামাজিক রক্ষণশীলতা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। রিপাবলিকানদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। ২০২১ সালের তুলনায় তাঁদের মধ্যে রক্ষণশীলতা বা অতিরক্ষণশীলতা বেড়েছে ১৪ পয়েন্ট। নিরপেক্ষদের মধ্যে ডান পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার সংখ্যা ৫ শতাংশ বেড়েছে। আর ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে এ সংখ্যা স্থিতিশীল রয়েছে। রিপাবলিকানদের মধ্যে সামাজিক বিষয়ে রক্ষণশীলতা বাড়ার একটি কারণ হলো এখন তাঁরা সরকারে নেই। এ থেকে এটা প্রমাণ হয় যে সরকারের চেয়ে বিরোধী দলে থাকলে সমর্থকদের মধ্যে কোনো উদ্দেশ্যে তাড়িত হওয়ার ঘটনা বেশি ঘটে। যখন কেউ মনে করেন তাঁর অনুভূতিকে পাশ কাটানো হচ্ছে, তখন তাঁর বঞ্চিত হওয়ার বোধ তৈরি হয়।

দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, মূলধারার ডেমোক্র্যাটদের বেশির ভাগ যখন মনে করছেন, অপরাধ সামাজিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে সমস্যা, তখন উদারবাদী বুদ্ধিজীবী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনেকে সেটা অস্বীকার করছেন। নিজের চোখে সাধারণ মানুষ যা দেখছেন, সেটাকে অস্বীকার করা হলে, সেই মানুষগুলোকেই দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, যাঁরা ডেমোক্র্যাট দলের মূল্যবোধ ও আদর্শ ধারণ করেন।

বয়সের তারতম্যের কারণেও পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। ৬৫ বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য সব কটি বয়সভিত্তিক গ্রুপে কমবেশি রক্ষণশীলতার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ার ঘটনা দেখা গেছে। ডান পন্থার দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে পড়তে দেখা গেছে ৩০-৪৯ বছর বয়সীদের মধ্যে। এরপরেই আছেন ৫০-৬৪ বছর বয়সীরা। যাঁদের বয়স ৩০ ও ৪০-এর কোটায়, তাঁরা বিয়েথা করে পারিবারিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে রক্ষণশীলতার দিকে ঝুঁকে পড়া স্বাভাবিক। গ্যালাপের তথ্য থেকে জানা গেছে, ৫৬ শতাংশ আমেরিকান জানিয়েছেন তাঁদের এলাকায় আগের তুলনায় অপরাধ বেড়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে এ ধরনের জরিপ করে আসছে সংস্থাটি। অপরাধ বেড়েছে, এটা মনে করা মানুষের সংখ্যা এ বছরই সর্বোচ্চ ছিল।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ মনে করেন, অপরাধ দেশব্যাপীই বেড়েছে। অপরাধ বেড়েছে এই ধারণা ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে রিপাবলিকানদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি। এরপরও ৪২ শতাংশ ডেমোক্র্যাট মনে করেন তাঁদের এলাকায় অপরাধ বেড়েছে।

ধারণা যে হুবহু বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায়, তা অবশ্য নয়। পরিসংখ্যান বলছে, কোভিড মহামারির সময় যুক্তরাষ্ট্রে সহিংস অপরাধের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সংখ্যা ১৯৯০-এর দশকের চেয়ে কম। এটা সত্যি যে অপরাধ সংঘটনের পরিসংখ্যান ঠিকমতো নথিভুক্ত করা হয় না। এরপরও যতটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তাতে এটা বলা যাবে না যে আধুনিক আমেরিকান সমাজ সহিংস অপরাধের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে।

অনেক আমেরিকান যখন ভাবছেন যে অপরাধ বেড়ে গেছে, তখন তাঁরা কী কারণে ভাবছেন, তা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। আমার সন্দেহ, অপরাধ বেড়ে গেছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা তৈরি হওয়ার পেছনে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মাদকাসক্তি ও সমাজবিরোধী আচরণ বাড়ার মতো বিষয়গুলো যুক্ত।

মহামারি শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। ভাসমান এই মানুষদের বড় একটা অংশ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে। নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায় ও সাবওয়েতে ঘুমাতে হয়, এ রকম মানুষের সংখ্যা আগের তুলনায় ১৮ শতাংশ বেড়ে গেছে।

পাঠকের চিঠি

টুকলি, চুরি ও কুম্ভিলকবৃত্তি

হাটবাজারে বমাল ধরা পড়ার পর চোর যতই নায়ক প্রসেনজিতের মতো গলা কাঁপিয়ে 'আ. . হ. . মি. . চুরি করিনি মা...', বলে চেঁচাক, তাতে কাজ হয় না। 'হাটুরে কিলপর্ব' শেষে ধরা পড়া লোকের নামের শেষে যুক্ত হয় একটি ছোট বিশেষণ'চোরা'। সিঁদকাটার মতো বিলীয়মান হস্তশিল্পে সিদ্ধহস্ত সিঁধেল শিল্পীকে মনোজ বসু যতই আহ্লাদ করে 'নিশিকুটুম্ব' বলুন, লোকাল বাংলায় তাকে বলে চোর। তখন তাঁর 'নালতের মিত্তির বলিয়া গ্রামে আর মুখ দেখাইবার জো' থাকে না। কিন্তু অফিসে-আদালতে কাগজ-কলমের মারপ্যাঁচে ঘাপলা বাধিয়ে কোটি টাকা চুরি করলে তখন সেই চুরির আদুরে নাম হয় 'অনিয়ম'। এসব 'অনিয়ম' যাঁরা করেন তাঁদের জাত যায় না, তাঁরা জাতে ওঠেন। তাঁদের দুদক ডাকে। সেগুনবাগিচায় গিয়ে বৈঠক করার পর ক্যামেরার সামনে হাসি হাসিমুখে তাঁরা বেরিয়ে আসেন। এর বাইরে লেখাপড়া ও গবেষণার বিষয়-আশয়সংক্রান্ত এমন কায়দার এক চুরি আছে, যাকে সরাসরি 'চুরি' বললে কেমন ছ্যাঁচড়ামির মতো শোনায়। অন্যের লেখা কিংবা গবেষণাকর্ম কপি পেস্ট করে নিজের নামে চালানোর মতো এই সৃজনশীল সুকুমারবৃত্তিকে হাউস করে বলা হয় 'চৌর্যবৃত্তি'। হাউসের পরিমাণ বেড়ে গেলে ধ্রুপদি ভাষায় বলা হয় 'কুম্ভিলকবৃত্তি'। অনেকে আবার ডাঁট করে ইংরেজিতে বলেন 'প্ল্যাজিয়ারিজম'। পড়ালেখা কম জাননেওয়ালারা এর মহিমা ধরতে না পেরে টুক করে বলেন, 'আরে ওটা হলো টুকলি করা, বুঝলি না? ঝেড়ে দেওয়া। ভালো করে হাতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এই 'টুকলিফাইং' অর্থাৎ কিনা কুম্ভিলকবৃত্তি আর 'ভাবের ঘরে চুরি' প্রায় একই 'কেলাসের' জিনিস। ভাবের ঘরে চুরিতে 'ভাব' নামক তেলেসমাতি মাল কমে না। আরও বাড়ে। হলিউডের সাউন্ড অব মিউজিক সিনেমার কাহিনি ধরে আমাদের উত্তম-অপর্ণার জয়জয়ন্তী হয়েছে, তপন সিংহের গল্প হলেও সত্যি থেকে কপি করে হিন্দি ছবি বাবুর্চি বানানো হয়েছে। তাতে সাউন্ড অব মিউজিক কিংবা গল্প হলেও সত্যির 'ভাব' কমেছে? ব্রিটিশ ব্যান্ড দল 'বাগলস'-এর গাওয়া 'ভিডিও কিলড দ্য রেডিও স্টার' গান নিয়ে বলিউডের ডিসকো ড্যান্সার ছবির 'কোই ইঁয়াহা আহা নাচে নাচে' গেয়েছিলেন উষা উত্থুপ। তাতে বাগলসের কী হয়েছে? **কমল বোস, মুরী**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সুপ্রিম কোর্টের শুনানির আগেই ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ বলে মন্তব্য বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

নেলি হত্যাকাণ্ড, এআইইউডিএফ এর ভাইরাল অডিও, উচ্ছেদে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনঃসংস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ নির্বাচন কমিশন রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানার পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পর বিষয়টি নিয়ে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষ নিজেদের দলীয় মতাদর্শ অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তবে একই সঙ্গে অরাজনৈতিক বিভিন্ন দল সংগঠনের নেতা সদস্য এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থানীয় এলাকাবাসী পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর কোথাও খুশিতে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করেছেন আবার কোথাও ক্ষোভ অসন্তোষ প্রতিবাদী কার্যসূচি পালনের মাধ্যমে এর বিরোধিতা জানিয়ে। এবার এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের শুনানির আগেই ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে দেশে বৃদ্ধি পাওয়া সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, নেলি হত্যাকাণ্ড, এআইইউডিএফ এর ভাইরাল অডিও, উচ্ছেদে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনঃসংস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন তিনি।

রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া রবিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন কেন্দ্র পুনর্গঠনের খসড়া এক্ষেত্রে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন অনিয়মের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা রজ্জু করা হয়েছিল। এই মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশন থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে জবাব চেয়ে ছিল। এই তিন সপ্তাহের সময়সীমা ১৪ আগস্ট সমাপ্ত হবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন চক্রান্ত মূলক ভাবে এবং ষড়যন্ত্র করে তিন সপ্তাহ সময়সীমা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন এক্ষেত্রে মামলা করা প্রত্যেককে একটি করে এফিডেভিড জমা করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা প্রতিজন যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে জবাব দেবে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেটা কি হবে জানা নেই। তাছাড়া উত্তর প্রত্যুত্তর দেওয়ার পর পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কি সিদ্ধান্ত নেবে সেটা সময় জানা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া বলেন একবার আইন হয়ে গেলে সেটা ফের ঘুরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে কোনো ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে ১৪ আগস্ট এবং তার দুই সপ্তাহ ২৮ আগস্ট দুটো শুনানির দিন ধার্য করেছে। তবে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পর এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের কি সিদ্ধান্ত

হবে এই বিষয়টি আইনজ্ঞরা সঠিকভাবে বলতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া বিরোধী দলপতি পুনর্গঠনে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পর এক্ষেত্রে বেশ কিছু বিসংগতি থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন খসড়ার তুলনায় পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকার মধ্যে ব্যাপক তারতম্য দেখা গেছে। পুনর্গঠনের খসড়া অনুযায়ী ২০ টি পঞ্চায়েত ছাড়াও আমগুড়ি কেন্দ্র বিলুপ্তি হওয়ার পর সেটার থেকেও বেশ কিছু পঞ্চায়েত নাজিরা বিধানসভা কেন্দ্রের সংযুক্ত করা ছিল। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকায় তার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নাজিরার মাঝামাঝিতে থাকা একটি পঞ্চায়েত শিবসাগর কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এটা এক চরম বিসংগতি। একই সঙ্গে আগের আমগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত নাজিরা বিধানসভা কেন্দ্রের পাশে থাকা একটি পঞ্চায়েত নাজিরার থেকে কর্তন করা হয়েছে। এটা এক ধরনের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

বিরোধী দলপতি বলেন রাজনৈতিক কোনো গোপন কারণে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের অন্যান্য এলাকায়ও একই ধরনের বিসংগতি হয়েছে বলে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দেবব্রত শইকীয়া জানান পুনর্গঠনের খসড়া তালিকা প্রকাশ করার পর থেকেই তিনি উজান অসমে রয়েছেন। ফলে তিনি ভালো করে খসড়া পরীক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু তার মনে সন্দেহ হচ্ছে রাজনৈতিক চক্রান্তের জন্যই খসড়া এবং চূড়ান্ত তালিকায় তারতম্য ঘটিয়ে এই ধরনের ষড়যন্ত্র রচনা করে রাজনৈতিক অভিসন্ধি মূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন তার নাজিরা কেন্দ্রে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় সমান সংখ্যায় রয়েছে। কিন্তু নাজিরা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সংখ্যালঘু ভোটারদের বাদ দেওয়ার জন্য সেখানের বেশ কয়েকটি কয়েকটি পঞ্চায়েত কর্তন করা হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি।

অসম বিধানসভায় বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া উচ্ছেদের ক্ষতিগ্রস্তদের সংস্থাপন প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন সরকারি তথ্য মতে গরুখুঁটিতে ২০৯১ টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে আদালতে সরকার এফিডেভিড দিয়েছিল এটা জানিয়ে যে ৭০০ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ৬০০ ব্যক্তি পুনর সংস্থাপন করা হয়েছে এর মধ্যে ১০০ জন বাকি রয়েছে। তবে শুধুমাত্র গরুখুঁটি বলে নয় বুঢ়াচাপুরি, সিলসাকো ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় সরকার উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রেখেছে। ভারতীয় নাগরিককে যদি বাসস্থানের ব্যবস্থা না দেওয়া হয় তাহলে তারা অঘোরী হয়ে পড়বেন। তাদের সন্তানরা পড়াশোনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন ২০২৪ এর মধ্যে প্রত্যেক একটি করে পাকা ঘর পাওয়া উচিত। এখন ভারতীয় নাগরিকদের যদি এভাবে উচ্ছেদ করা হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির কি হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিরোধী দলপতি বলেন এক্ষেত্রে একটি পলিসি ডিসিশন নেওয়ার জন্য অসম সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তবে মামলাটি দেরি হওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্ট এক্ষেত্রে মন্তব্য দিতে অস্বীকার করেছে। তাছাড়া গুয়াহাটি হাইকোর্টে অসম সরকার কিছু তথ্য লুকিয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। দেবব্রত শইকীয়া বলেন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া খবর অনুযায়ী ২০৯১ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হলেও অসম সরকার হাইকোর্টের ৭০০ পরিবার উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে তথ্য দাখিল করেছে। এই বিষয়গুলোতে রাজ্যবাসী ভারতীয় নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিরোধী দলপতি।

তিনি বলেন এআইইউডিএফ দলে দুজন আমিনুল ইসলাম রয়েছেন। সিনিয়র আমিনুল ইসলাম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন অন্যদিকে জুনিয়র আমিনুল ইসলাম বলছেন রাহুল গান্ধীকে ইমেইল করা উচিত যাতে কংগ্রেসের সঙ্গে থাকা যায়। ফলে তারা নিজেরাই ঠিক করে নিক কি করতে চাইছেন। অন্যদিকে নেলি হত্যাকাণ্ডের সময় অসমে কংগ্রেসের শাসন ছিল না। সে সময় অসমে রাষ্ট্রপতি শাসন ছিল। তাছাড়া নেলি হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পূর্বে অটল বিহারী বাজপেয়ী অসমে এসে বলেছিলেন এই ধরনের ঘটনা যদি পাঞ্জাবে হয় এভাবে বিদেশী নাগরিক এসে বাসস্থান দখল করে তাহলে সেখানে নাগরিক তাদের কেটে টুকরো করে শাস্তি দেবেন। ফলে এই ধরনের বক্তব্য কংগ্রেস নয় বরং বিজেপি দিয়েছিল। নেলি হত্যাকাণ্ড সহ অন্যান্য মুসলমানদের হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে বিজেপি দায়ী বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

অ্যাশেজের পর এবার বিশ্বকাপের অচেনা মঞ্চে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া

পর্থ (ওয়েবডেস্ক) ঃ যেকোনো খেলায় অন্য রকম এক দ্বৈরথ। এবার দুই দেশের নারী ফুটবল দলের দেখা হয়ে যাচ্ছে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। ইংল্যান্ডের জন্য মঞ্চটি বেশ পরিচিত। এ নিয়ে টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের শেষ চারে তারা। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া এবারই প্রথমবার উঠল মেয়েদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। বিশ্বকাপেও এর আগে কখনোই মুখোমুখি হয়নি দুই দল। মাটিল্ডাদের সামনে সিংহীরামঞ্চটা বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। আগামী বুধবার বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় সিডনির স্টেডিয়াম অস্ট্রেলিয়ায় মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। ধারণা করা হচ্ছে, মাঠে বসেই ম্যাচটি দেখবেন প্রায় ৮০ হাজার দর্শক। এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার নারী ফুটবল দল একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে দেশটিতে। ফ্রান্সকে কোয়ার্টার ফাইনালে টাইব্রেকারে হারিয়েছে স্বাগতিকেরা। প্রায় দুই দশকের মধ্যে আর কোনো খেলা টেলিভিশনে এত বেশি দেখা হয়নি। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ তো ভেঙে ফেলতে পারে সে রেকর্ডও! এ বছর এরই মধ্যে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার লড়াই উত্তাপ ছড়িয়েছে। পুরুষ ও নারী অ্যাশেজ-দুই সিরিজই হয়েছে রোমাঞ্চকর। তবে দুটি সিরিজই ড্র করে অ্যাশেজ ধরে রেখেছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার নেট বল দল আবার বিশ্বকাপ ফাইনালে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। এবার অপেক্ষা বিশ্বকাপ ফুটবলে দুই দলের লড়াই দেখার।

ইংল্যান্ডের ডাচ কোচ সারিনা ভিগমান অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লড়াইয়ের মাহাত্ম্য ঠিক সেভাবে জানেন না। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুধু বলেছেন, 'সত্যিই বড় ম্যাচ হবে। তবে যেহেতু বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করা হলো আমাকে এ নিয়ে, তাহলে যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বড় কিছু হবে। আমার খেলোয়াড় ও স্টাফকে জিজ্ঞাসা করে দেখব এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে।'

অবশ্য বুধবার মাঠে ঢুকেই এ ব্যাপারে টের পাওয়ার কথা ইংল্যান্ড কোচের। স্বাভাবিকভাবেই এ ম্যাচে ফেবারিট মেয়েদের ইউরোর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড, যারা অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে র‍্যাঙ্কিংয়েও ছয় ধাপ এগিয়ে। তবে শুধু অস্ট্রেলিয়ার দল নয়, যেকোনো খেলায় ইংল্যান্ডের আর যেকোনো দলের মতোই এখানেও থাকবে মাঠের বাইরের আরেক প্রতিপক্ষ-দর্শক।

কোচ বুঝুন বা না বুঝুন, অধিনায়ক মিলি ব্রাইট ঠিকই জানেন দুই দেশের দর্শকদের কাছে এ ম্যাচের মানে কী। কলম্বিয়ার বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও কোয়ার্টার ফাইনালে জেতার পর তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় না এ ম্যাচের জন্য মুখিয়ে না থেকে পারবেন আপনি। এখন পর্যন্ত মেয়েদের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট এটি, এ ম্যাচে অংশ নেওয়াটা কী দারুণই না হবে!'

এরপর ব্রাইট যোগ করেছেন, 'আমরা এখানে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসিনি, কাজ সারতে এসেছি। আমাদের মানসিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় প্রতিটি ম্যাচেই সেটি দেখিয়েছি আমরা।'

ব্রাইটের সতীর্থ লরা হেম্প অবশ্য আরেকটু রোমাঞ্চিত। শুরুতে তিনি বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া, নিয়ে আসো! স্টেডিয়াম ঠাসা দর্শক থাকবে, অনেক অস্ট্রেলীয় সমর্থক থাকবে। তবে আমরা জানি, নিজেদের সেরাটা খেললে আমরা অপ্রতিরোধ্য।'

এ ম্যাচেও ইংল্যান্ড লরা জেমসকে পাবে না। শেষ ১৬-এর ম্যাচে লাল কার্ড দেখে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ আছেন তিনি। অবশ্য কলম্বিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ড যে তাঁকে খুব একটা মিস করেছে, সেটি বলা যাবে না।

ইংল্যান্ডকে বড় স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সারিনা ভাইগমান ইংল্যান্ড যেমন আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে, অস্ট্রেলিয়ারও সেটির অভাব নেই। বিশেষ করে স্বাগতিক দর্শকদের সমর্থক বেশ উজ্জীবিত করছে তাদের। বিশ্বকাপে অচেনা হলেও অস্ট্রেলিয়া এ ম্যাচে নামবে সুখস্মৃতি নিয়েই। গত এপ্রিলে প্রীতি ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল তারা, তাতেই টানা ৩০ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ডটা থেমেছিল ইংল্যান্ডের।

অধিনায়ক স্যাম কারও পুরো ফিট হয়ে উঠেছেন। যদিও কোচ টনি গুস্তাভসন তাঁকে শুরু থেকে খেলাবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। তবে আত্মবিশ্বাস ঠিকই ফুটে উঠেছে গুস্তাভসনের কথায়, 'আমরা যা করছি, তার একটা ধারাবাহিকতা আছে, এটি ভালো ব্যাপার। আমরা খেলার ধরন নিয়ে পরিষ্কার মনোভাব পোষণ করি, ফলে ট্যাকটিক্যালি প্রস্তুত হতে আমাদের খুব বেশি অনুশীলনের প্রয়োজন নেই। এটা মূলত মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে সেমিফাইনালের জন্য প্রস্তুত হওয়া। এই খেলোয়াড়েরা একটা মিশনে আছে।'

আর দলের সহ-অধিনায়ক স্টেফ কেটলি বলছেন, 'আমাদের দলের মূল অংশের ভারসাম্য দারুণ, আমরা এ পরিস্থিতির মূল্যটা জানি। আর এমন তরুণ কয়েকজন আছে, যারা বুঝছে না। সেটিও একটা আশীর্বাদ। তাদের আত্মবিশ্বাস পাচ্ছি, আর আমরা পরিণতরা এমন একটা পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।'

ক্রিকেটে সবচেয়ে বিখ্যাত সেই শূন্যের ৭৫ বছর

উৎপল শুভ্র

লন্ডন ঃ বলুন তো, টেস্ট ক্রিকেটে স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের সর্বোচ্চ স্কোর কত? প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে?

বেশির ভাগই বলতে পারবেন না বলে অনুমান করি। আপনার যদি স্কোর দুটি মুখস্থ থেকে থাকে, তাহলে রাগ করবেন না প্লিজ। 'বেশির ভাগ' কথাটা তো লিখেছি আপনার মতো ব্যতিক্রম দু-একজনের কথা মাথায় রেখেই। শুধু ব্র্যাডম্যানের সর্বোচ্চ বলেই নয়, ওই ইনিংস দুটির আরও গভীর তাৎপর্য আছে। ১৯৩০ সালে লিডসের হেডিংলিতে ব্র্যাডম্যানের সর্বোচ্চ ৩৩৪ সেই সময়ে টেস্টেও সর্বোচ্চ স্কোর। ওই ইনিংসের আসল মহিমা অবশ্য অন্য। এই ৩৩৪-এর ৩০৯ রানই এক দিনে। এর আগে-পরে টেস্ট ক্রিকেট যা দেখেনি কখনো।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ব্র্যাডম্যানের সর্বোচ্চ অপরাজিত ৪৫২-ও তখন বিশ্ব রেকর্ড। টেস্ট রেকর্ডটি মাত্র তিন বছর আয়ু পেলেও এটি টিকে ছিল প্রায় ২৯ বছর। তারপরও কজনের তা মনে আছে, সেই সংশয়ের কথা তো শুরুতেই বলেছি। তবে প্রশ্নটা যদি হয়, শেষ টেস্ট ইনিংসে ব্র্যাডম্যানের স্কোর কত ছিল, আমার ধারণা, ক্রিকেট অনুরাগীমাত্রই বিরক্তিসূচক 'এটা কে না জানে' ভঙ্গি করবেন। আরে, ওই শূন্যের কথা কে না জানে!

আর কারও জন্যই যেন কোনো কীর্তি অবশিষ্ট রাখতে চাননি স্যার ডন ব্র্যাডম্যান। নইলে টেস্ট ইতিহাসের অনেক বিখ্যাত ইনিংসের মতো সবচেয়ে বিখ্যাত শূন্যটাও কেন তাঁরই হবে!

এতই বিখ্যাত যে নানা আলোচনায় এখনো তা ঘুরেফিরে আসে। এতই বিখ্যাত যে অনেক কীর্তির সাক্ষী লন্ডনের ওভাল মাঠে প্রথম পা রাখার পর বাকি সব ছাপিয়ে আমার সেই শূন্যের কথাই প্রথম মনে পড়েছিল। এতই বিখ্যাত যে সেই শূন্যের ৭৫ বছর পূর্তিতে তা নিয়ে লিখতেও বসে গেলাম। টেস্ট ক্রিকেটে ডন ব্র্যাডম্যান শেষবারের মতো ব্যাটিং করতে নেমেছিলেন ১৯৪৮ সালের ১৪ আগস্ট। সেদিনই ওই শূন্য। ৭৫ বছর পরও যা অসীম কৌতূহলের বিষয় হয়ে আছে।

ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট ভেন্যু ওভালে প্রথম গিয়েছিলাম ১৯৯৯ সালে। মাঠটা দৃষ্টিসীমায় আসতেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছিল। সেই সাদা-কালো ওভাল, ব্যাট করতে নামা ডন ব্র্যাডম্যানকে অধিনায়ক নরম্যান ইয়ার্ডলির নেতৃত্বে ইংলিশ খেলোয়াড়দের 'থ্রি চিয়ার্স' দেওয়া, দুই বলের ইনিংস শেষে তাঁর ধীর পদক্ষেপে টেস্ট ক্রিকেট থেকে বেরিয়ে যাওয়া-সব চোখের সামনে ভাসতে শুরু করল। কৈশোর থেকে এ নিয়ে পড়তে পড়তে এমন হয়েছে, দৃশ্যগুলো যেন নিজেই দেখেছি!

ব্যাটিং করতে নামার সময় প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় আর দর্শকদের দেওয়া সংবর্ধনায় আবেগাক্রান্ত ব্র্যাডম্যানের চোখে জল চলে এসেছিল, এ কারণেই এরিক হলিসের গুগলিটি দেখতে না পেয়ে আউট হয়ে যান-খুব জনপ্রিয় এই ধারণাকে নিজেই নস্যাৎ করে দিয়ে গেছেন স্যার ডন। নিজেকে তিনি এমনই এতটা 'ঈশ্বরতুল্য' উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে সাধারণ মানুষ বিশ্বাসই করতে চায়নি, ক্রিকেটিং কোনো কারণে তাঁর টেস্ট অ্যাভারেজ পুরোপুরি ১০০ করার জন্য প্রয়োজনীয় ৪টি রান করতে পারেননি। এ কীভাবে হয়!

চোখে জল-টলের ব্যাপার নেই, তবে অন্য একটা সমস্যা যে তাঁর হয়েছিল, সেটি স্যার ডন লিখে গেছেন ১৯৫০ সালে প্রথম প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী ফেয়ারওয়েল টু ক্রিকেট-এ। যেটির বঙ্গানুবাদ দাঁড়ায় এমন ঃ আরেকটি দারুণ সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে যখন আমি নামছি, আমার মন চলে গিয়েছিল ১৮ বছর আগে এই মাঠেই জ্যাক হবসের শেষ টেস্টে। সেই দৃশ্যেরই যেন পুনরাভিনয় হচ্ছে এখানে। ফিল্ডাররা সব একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থ্রি চিয়ার্স দিচ্ছে, জানাচ্ছে শুভকামনা (অবশ্যই পরের বছরগুলোর জন্য)। খেলা শুরু হলো, তারপর আমি মনে-প্রাণে ভালো করতে চাইছিলাম। কিন্তু তা হওয়ার নয়। ওই অভ্যর্থনা আমার আবেগকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে আমার মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল, যে মানসিক অবস্থাটা যেকোনো ব্যাটসম্যানের জন্যই খুব মারাত্মক। আমি হলিসের প্রথম বলটি খেললাম, যদিও তা ঠিকমতো দেখতে পেরেছিলাম কি না, ঠিক নিশ্চিত নই সে ব্যাপারে। দ্বিতীয় বলটি হলো নিখুঁত লেংথে পড়া এক গুগলি, যা বোকা বানাল আমাকে। আমি শুধু ব্যাটের ভেতরের কানাটা ছোঁয়াতে পারলাম তাতে, এরপর শুধু অফ স্টাম্পের বেল পড়ে যাওয়ার শব্দ।

এই হলো স্যার ডনের নিজের কলামে তাঁর শেষ টেস্ট ইনিংস, যেটি স্যার ডনকে সাধারণ মানুষে পরিণত করার পাশাপাশি এরিক হলিসকে উপহার দিয়েছে অমরত্ব। এই কীর্তিটা না করে ফেললে কজন জানত ১৩ টেস্টে ৪৪ উইকেট নেওয়া এই লেগ স্পিনারের নাম? তবে এই টেস্টের আগেই স্যার ডনের কাছ থেকে ভালো বোলার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন হলিস। ওয়ারউইকশায়ারের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচটিতে টানা ৪৩.৫ ওভার বোলিং করে ১০৭ রানে ৮ উইকেট নিয়েছিলেন। যে পারফরম্যান্সকে স্যার ডনও 'আউটস্ট্যান্ডিং' বলে রায় দিয়েছেন আত্মজীবনীতে। এই পারফরম্যান্সই হলিসকে সুযোগ করে দিয়েছিল সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্টে।

৮০ ইনিংসে যার ২৯টি সেঞ্চুরি, তাঁর শেষ ইনিংসে শূন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল এই 'শূন্য'কে অমর করে রাখতে। শেষ ইনিংসে ব্যাটিং করতে নেমেছিলেন ১০১.৩৯ অ্যাভারেজ নিয়ে, ৪ রান করতে পারলেই অ্যাভারেজটা ঠিক ১০০ হতো-এই হাহাকার এতে যোগ করেছে বাড়তি মাত্রা। তবে স্যার ডন এমনই এক রান মেশিন ছিলেন যে তাঁর সব শূন্য নিয়েই আছে বাড়তি কৌতূহল। টেস্ট ক্রিকেটে বোলারদের জন্য বর্ণনাতীত আনন্দের এ ঘটনা ঘটেছে সাতবার। এর মধ্যে দুবারই ১৯৪৮ সালের ওই ইংল্যান্ড সফরে। শেষ টেস্টের আগে নটিংহামে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেও কেন যেন রান করা হয়ে ওঠেনি ব্র্যাডম্যানের। সেবার বোলারের নাম অ্যালেক বেডসার।

এই মিডিয়াম পেসারই টেস্টে দ্বিতীয় সর্বাধিক ছয়বার আউট করেছেন ব্র্যাডম্যানকে (বাঁহাতি স্পিনার হেডলি ভেরিটি করেছেন সবচেয়ে বেশি আটবার), তাঁকে একাধিকবার শূন্য রানে আউট করার একমাত্র কীর্তিটিও তাঁরই। টেস্ট ক্রিকেটে ব্র্যাডম্যানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শূন্য 'উপহার' দিয়েছেন এই বেডসার। ১৯৪৮ সিরিজের শেষ দুটি শূন্য ছাড়া ব্র্যাডম্যানের বাকি ৫টি শূন্যই দেশের মাটিতে। এর মধ্যে ১৯৩৬-৩৭ অ্যাশেজ সিরিজে স্যার ডনকে পরপর দুই ইনিংসে শূন্য রানে আউট করার অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছিলেন ইংল্যান্ডের বোলাররা।

ব্রিসবেনে বিল ভোসের বলে ক্যাচ নিয়ে যে গ্যাবি অ্যালেন শূন্যতে ফিরিয়ে দেন ব্র্যাডম্যানকে, সিডনিতে পরের টেস্টে তিনিই নামেন মূল হন্তারকের ভূমিকায়। আরেকটা ছোট্ট তথ্য যোগ করা যায় এখানে। ওভালে শেষ টেস্টে একটি ইনিংসই ব্যাট করেছেন ডন। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করার সুযোগ পেলে কী হতো, তা অনুমান করা এমন দুঃসাধ্য কিছু নয়। কারণ, বাকি ৬টি শূন্যের ৩টিতেই অন্য ইনিংসে সেঞ্চুরি এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে।

৫২ টেস্টে ৬,৯৯৬ রান, গড় ৯৯.৯৪, ২৯টি সেঞ্চুরি, যার ২টি ট্রিপল, ১০টি ডাবল-এসবের পাশাপাশি ব্র্যাডম্যানের শূন্য নিয়ে এমন আলোচনাটাও তাঁর গ্রেটনেসেরই প্রমাণ। শেষ ইনিংসে শূন্য রানে আউট হওয়ার ৭৫তম বার্ষিকীতে তাঁকে নিয়ে লেখাও কি তাই নয়!

সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতি করা কংগ্রেস সহ বিরোধীপক্ষের দোকানবন্ধ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বারটি আসন এবং নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী হওয়া নিশ্চিত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ নির্বাচন কমিশন রাজ্যের লোকসভার এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পর পায়ের নিচে জমি হারিয়ে ফেলেছে কংগ্রেস। এই মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার। তিনি বলেন পুনর্গঠনে চূড়ান্ত তালিকা অনুসারে সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতি করা কংগ্রেস সহ বিরোধীপক্ষের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোট রাজ্যে বারটি আসন দখল করবে। তাছাড়া একই সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তৃতীয়বার সরকার গঠন হওয়া নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিভিন্ন সরকারি কার্যসূচি হাতে নিয়ে একদিনের বঙাইগাঁও সফরে গেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। বঙাইগাঁও এ উপস্থিত হয়ে কিষান বাজারে নেশা মুক্তি কেন্দ্র পরিদর্শন করার পাশাপাশি হুরামারাতে সেচ বিভাগ সম্পূর্ণ করা প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন তিনি। তাছাড়া কামতাপুর স্বশাসিত পরিষদের সচিবালয় উপস্থিত হয়ে পরিষদের সামগ্রিক কাজকর্ম খতিয়ে দেখেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন আসন্ন নির্বাচনে সবাই এটা বুঝতে পারবে যে নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করা পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকায় ভূমিপুত্ররা লবন নিতে হয়েছেন নাকি তাদের ক্ষতি হয়েছে। আগামী নির্বাচনে ১০২ জন ভূমিপুত্র কিংবা ভারতীয় মূলের বিধায়ক জয়ী হতে চলেছেন বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তিনি।

মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন বিধানসভায় তিনি বসেছেন। কিন্তু লুরিনজ্যোতি গগৈ আজ পর্যন্ত বিধানসভায় প্রবেশের সুযোগ পাননি। তাই তিনি হিসাব জানেন না বিধানসভায় ভূমিপুত্র বিধায়ক কতজন রয়েছেন। বর্তমান অসম বিধানসভায় অধিকতোর ৭০ জন ভূমিপুত্র বিধায়ক রয়েছেন। আসন্ন নির্বাচনের পর বিধানসভায় ভূমিপুত্র দের সংখ্যা হবে ৮৬ থেকে ৮৭ জন। মোট ১০২ জনের ভূমিপুত্র তথা ভারতীয় মূলের বিধায়কদের মধ্যে বিজেপি, অগপ, ইউপিপিএল প্রত্যেকেই থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন বিরোধী পক্ষের এটাই ভয়। তাদের অন্য কোনো ভয় নেই। কারণ বর্তমান তাদের দোকান বন্ধ হয়েছে। কংগ্রেস, রাইজের দল, লুরিনজ্যোতি গগৈর দল, বাম দল প্রত্যেকেই সংখ্যালঘুদের নিয়ে দোকান খুলেছিল সেই দোকান বর্তমান বন্ধ হয়েছে। ফলে তাদের এটাই চিন্তা। ভূমিপুত্রদের নিয়ে তাদের চিন্তা নেই। তবে ভূমিপুত্রদের নিয়ে চিন্তা করার জন্য বিজেপি রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

তবে এআইইউডিএফ এর উপরে তিনি কোনো ধরনের মন্তব্য করতে চাইছেন না বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে কংগ্রেস যখন শাসনে ছিল বঙ্গাইগাঁও সম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছিল। বঙ্গাইগাঁও থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূর চিরাং কোকরাঝাড়ে ২০১২ সালে বহু ব্যক্তি মুক্ত মুখে পড়েছিলেন। এই ঘটনাগুলো কংগ্রেসের দিনে হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন ওদালগুড়িতে ২০০৯ সালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ কংগ্রেসের আমলে হয়েছিল। কংগ্রেসের দিনেই নরসংহার হয় এটা এক সচরাচর দৃশ্য বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করা পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা যদি মেনে নিয়েছেন তাহলে তার সঙ্গের মিত্র জোটের নেতারা কেন সেটা মেনে নিতে পারছেন না সেটা চিন্তনীয় বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন ভূপেন বরা যদি নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনে চূড়ান্ত তালিকা মেনেছেন এবং লুরিনজ্যোতি গগৈ এটা মানেননি, অখিল মানেননি তাহলে এটা এক বড় ঘটনা। তাদের মধ্যে মিল নেই নাকি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন তারা প্রত্যেকে মিলে একটি মৃত্যু বানিয়েছে। ইন্ডিয়াকে ভাগ ভাগ করে মিত্র জোট গঠন করার পর সেই জোটে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে হয়েছে কি এই প্রশ্ন তাদের প্রতি উত্থাপন করেছেন তিনি।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বাধীন মিত্র জোট রাজ্যে বারটি আসন দখল করবে বলে ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজুরিকা। এক্ষেত্রে অন্য কোনো চিন্তা নেই। তাছাড়া তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে তৃতীয়বারের জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। তিনি জানান জুলাই মাসে জিএসটি কালেকশন এক লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১১ শতাংশ গ্রোথ হয়েছে। প্রত্যেক মাসের জিএসটি কালেকশনের ক্ষেত্রে গ্রোথ দেখা যায়। গত বছরের জুন মাসের সঙ্গে এই মাসের এই বছরের জুন মাসের তুলনা করলে গ্রোথ দেখা যাবে ১২-১৩ শতাংশ, গত বছরের জুলাই মাসের সাথে এই বছরের জুলাই মাসের তুলনা করলে একইভাবে পার্থক্য ধরা পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বর্তমান দেশ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রগতির উচ্চ শিখরে এগিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ এটা ভালো করে জানেন। এর ফলেই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে তৃতীয়বারের জন্য বিজেপি সরকার গঠন হবে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে পাঁচ হাজার মুসলমানকে হত্যা করবে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামের

হাতে গোনা কয়েকজন মুসলমান ছাড়া বর্তমান প্রত্যেকেই কংগ্রেসকে ত্যাগ করেছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভয়ংকর বিস্ফোরক অভিযোগ অভিযোগ এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামের। কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা এলেই পাঁচ হাজার মুসলমানকে হত্যা করবে বলে ভবিষ্যৎ বাণী এই বিধায়কের। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের ব্লুপ্রিন রচনা করার ভয়ংকর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন আমিনুল ইসলাম। হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক ঘুরিয়ে আনার জন্য কংগ্রেস পাঁচ হাজার মুসলমানকে হত্যা করবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বরপেটার কুয়াকুচিতে শনিবার আযোজিত এক দলীয় কর্মীসভায় অংশ নিয়েছেন ধিং বিধানসভা কেন্দ্রের এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। তাছাড়া এই কর্মীসভায় এআইইউডিএফ এর স্থানীয় সাংসদ সিরাজউদ্দিন আজমল এবং ধুবরী লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা দলীয় সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করে বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেছেন কংগ্রেস দুইটি টার্ম বর্তমান ক্ষমতা থেকে বাইরে রয়েছে। কিন্তু দলটা যদি আবার ক্ষমতায় আসে তাহলে নিম্নতম ৫০০০ মুসলমানকে হত্যা করবে। শুধুমাত্র হিন্দু ভোট ব্যাংক ঘুরিয়ে আনতে কংগ্রেস এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করবে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

ধিং বিধানসভা কেন্দ্রের এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন প্রত্যেকবার ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস এভাবে মুসলমানকে হত্যা করে আসছে। পাঁচ বছর ক্ষমতা থেকে বাইরে থাকার পর ফের যখন ক্ষমতায় এসেছিল সেই বছর কমেও এক হাজার মুসলমানকে হত্যা করিয়েছিল কংগ্রেস। শুধু এটা বোঝাতে যে কংগ্রেসও মুসলমানের শত্রু। ফলে জাতীয়তাবাদী শিবির যাতে কংগ্রেসকে গ্রহণ করে নেয়। তিনি জানান কংগ্রেসের এক একটি কার্যকালে অর্থাৎ ১৯৭৯, ১৯৮৩, ১৯৯৩, ২০০২, ২০০৮, ২০১২ সালে কয়েকশো মুসলমানকে হত্যা করিয়েছে দলটি। একমাত্র জাতীয়তাবাদী শিবিরকে এটা বোঝানোর জন্য যে তারাও মুসলমান শত্রু। পাঁচ বছরের কার্যকালে নিম্নতম ৫০০০ মুসলমানকে হত্যা করিয়েছে কংগ্রেস বলে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

বিধায়ক বলেন এআইইউডিএফ দূরে সরে গেলে একটি নির্দিষ্ট ভোট ব্যাংকে টেনে আনা যাবে এটাই কংগ্রেসের পরিকল্পনা। কিন্তু বর্তমান কংগ্রেস থেকে প্রতিটি জনগোষ্ঠী দূরে সরে গেছে। শুধুমাত্র কয়েকজন মুসলমান কংগ্রেস কংগ্রেস করছে বলে মন্তব্য করেন আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন কংগ্রেস বর্তমান দেখছে মুসলমানের বাইরে তাদের কোনো সমর্থক নেই। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন এটা বলা হচ্ছিল যে আলী কুলি নেপালি বাঙালি থাকলে কংগ্রেসের মরণ নেই। এখানে আলী অর্থাৎ মুসলমান, কুলি অর্থাৎ চা জনগোষ্ঠী, নেপালি এবং বাঙালি জনগোষ্ঠী কংগ্রেসের পাশে থাকলে দলটির মরণ নেই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে চা জনগোষ্ঠীকে বিজেপি নিয়ে নিয়েছে, নেপালি জনগোষ্ঠীকে বিজেপি নিয়েছে, বাঙালি জনগোষ্ঠী বর্তমান বিজেপিতে রয়েছে। তাছাড়া রাজ্যে যত উপজাতি জনগোষ্ঠী রয়েছে প্রতিটিকে বিজেপি নিয়ে নিয়েছে। শুধুমাত্র মুসলমানের কয়েকজন কংগ্রেস কংগ্রেস করছেন। মুসলমান বাদ দিয়ে অন্য কোনো জনগোষ্ঠী বর্তমান কংগ্রেসের সঙ্গে নেই। অথচ এই কংগ্রেস এআইইউডিএফ কে সাম্প্রদায়িক দল আখ্যা দিয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন ধিং বিধানসভা কেন্দ্রের এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম।

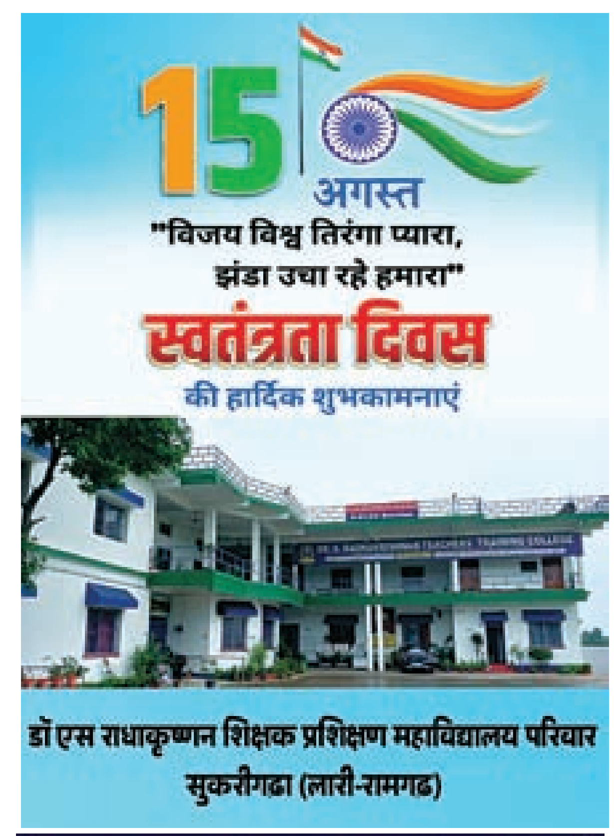

জলপাইগুড়ির জেলা পরিষদের সভাধিপতি হলেন কৃষ্ণা রায় বর্মন,সহ সভাধিপতি হয়েছেন সীমা চৌধুরি

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ির জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচিত হলেন কৃষ্ণা রায় বর্মন। সহ সভাধিপতি নির্বাচিত হয়েছেন সীমা চৌধুরি। সোমবার বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সভাধিপতি নির্বাচিত হয়েছেন তারা।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান ও রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় সহ বিশিষ্টজনেরা। নবনির্বাচিত সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন এর আগে জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদ সামলেছেন। এবার জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন।সভাধিপতি নির্বাচিত হওয়ার পর উপস্থিত অতিথিরা সকলেই শুভেচ্ছা জানান তাঁকে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় এদিন। সকাল থেকেই জেলা পরিষদ ভবনের সামনে অসংখ্য মানুষের ভিড় ও পুলিশি নিরাপত্তা ছিল।জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ২৪টি আসনের মধ্যে এবার ২৪টি আসনেই জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। এজন্য জেলা পরিষদে এবার এককভাবে বোর্ড দখল করেছে তৃণমূল। তাই জেলা পরিষদে এবার বিরোধী আসনে কেউ নেই।

আরএসএস এবং স্বাধীনতা আন্দোলন

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ আরএসএস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অংশগ্রহণ করা নিতে কল্পকাহিনী থেকে তথ্য আলাদা করা, তথ্যবিকৃতি, ইতিহাস থেকে প্রচার সবকিছুই এখন স্বাধীনতা অর্জনের ৭৭তম লগ্নে এসেও ক্রমাগত চলছে। ইদানিং, মিডিয়ার একটি অংশের জন্য ফ্যাশন হয়ে উঠেছে যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) এবং তার নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি এই ভাবনাটি সুকৌশলে ছড়িয়ে দেওয়া। সুতরাং, সকলের আংশিক নাজেনে পুরো তথ্য জানা উচিত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক ছোটবড় স্রোত একে অপরের সমান্তরালে প্রবাহিত ছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)ও এমন একটি ধারা ছিল। আরএসএস এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার নাগপুরের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ছিলেন। তিনি ১৯২১সালে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের আযো়জক কমিটির সদস্য ছিলেন, যেখানে তিনি গান্ধীর সাথে প্রথম দেখা করেছিলেন। তিনি গান্ধীর কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে 'পূর্ণ স্বরাজ' - সম্পূর্ণ স্বাধীনতা -কে একটি লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা উচিত। যদিও গান্ধী তখন এই ধারণাটিকে সমর্থন করেননি, কংগ্রেস অবশেষে ১৯২৯সালে লাহোর অধিবেশনে পূর্ণা স্বরাজের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। খিলাফত আন্দোলন নিয়ে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও হেডগেওয়ার আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। একজন জ্বালাময়ী ভাষণক্ষমতার অধিকারী বক্তা, তিনি ১৯২১সালের মে মাসে গ্রেফতার হন। বিচারে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন, যা শুনে বিচারক স্মাইলি অভিযোগ করেছিলেন যে তার প্রতিরক্ষা তার মূল বক্তব্যের চেয়েও বেশি রাষ্ট্রদ্রোহী ছিল এবং তাঁকে নয় মাসের জন্য জেলে পাঠান। ১৯২২সালের জুলাইয়ে হেডগেওয়ারকে মুক্তি দেওয়া হলে, তাঁর সম্মানে একটি জনসংবর্ধনার আযো়জন করা হয়েছিল, যেখানে মতিলাল নেহরুর মতো বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতারা সম্বোধন করেছিলেন।

আরএসএস একটি অরাজনৈতিক সামাজিক -সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে ১৯২৫সালে শুরু হয়েছিল। তবে স্বেচ্ছাসেবকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। আরএসএস কর্মীরা যে শপথ গ্রহণ করেন তা রাষ্ট্র কো স্বাধীন কর - 'জাতিকে স্বাধীন করে' এই বাক্যাংশ দিয়ে শুরু হতো। ১৯৩০সালে জঙ্গল সত্যাগ্রহ চলাকালীন, হেডগেওয়ার এবং এগারোজন সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং নয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় কংগ্রেস হেডগেওয়ারের সমর্থনে একটি সমাবেশের আযো়জন করেছিল। সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং বেরার পুলিশের একটি প্রতিবেদনে বলা আছে যে হেডগেওয়ারের অংশগ্রহণ আন্দোলনকে আরও জোরদার করেছিল, যার ফলে আরএসএস এর বিরুদ্ধে প্রথম আদেশনামা জারি হয়। স্বরাষ্ট্র দফতরের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ইদানিং, সঙ্ঘ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে, যার ফলশ্রুতিতে সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকার তাদের সার্কুলার পত্র নং ২৩৫২-২১৫৮ IV ১৫১৬ ডিসেম্বর ১৯৩২ তারিখে, সঙ্ঘের সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক প্রকৃতির সরকারি কর্মচারীদের সতর্ক করে একটি আদেশ জারি করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং তাদের সদস্য হওয়া বা সংগঠনের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। সেন্ট্রাল প্রভিন্সের প্রাদেশিক আইনসভায় এই নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। সরকার বিচ্ছিন্ন ছিল। হাউস লিডার রাঘবেন্দ্র রাও, আরএসএসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কোন অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে স্বীকার করেছিলেন যে সেখানে কোন অভিযোগ নেই। এম.এস. রহমান এবং অন্যান্য সদস্যরা আরএসএস এর প্রশংসা করেন এবং সরকার তার সার্কুলার প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

যখন ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তখন আরএসএস সরকারকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে, আর তাতেই তাদের ওপরে সকলের আক্রোশ, ক্রোধকে যেন আমন্ত্রণ জানাযনো হয়। জুন ১৯৩৯ সালে, স্বরাষ্ট্র বিভাগ কেন্দ্রীয় প্রদেশ সরকারকে ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইনের ১৬ নংধারা ব্যবহার করে আরএসএসকে নিষিদ্ধ করতে বলে। প্রাদেশিক মুখ্য সচিব, জি.এম. ত্রিবেদী যখন জোর দিয়েছিলেন যে এটি সম্ভব নয়, তখন এরা অন্য কৌশল অবলম্বন করেছিল। ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুলসের অধীনে একটি নতুন অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল যাতে তাদের ড্রিল এবং ইউনিফর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল আরএসএস। এই আদেশের বিরুদ্ধে শতাধিক আরএসএস স্বয়ংসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ভারত ছাড়ো একটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দ্রুত পরিকল্পিত আন্দোলন ছিল। আরএসএস স্বয়ংসেবকরা যেখানে শক্তিশালী ছিল সেখানে আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের বিক্ষোভে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সেন্ট্রাল প্রভিন্সে'র চিমুর এবং অষ্টী তহসিলে, আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের উপর পুলিশের বর্বরতার ফলে কয়েকজন নিহত হয়েছিল এবং অনেককে জেলে পাঠানো হয়েছিল। আরএসএস এর অনেকেরই সহানুভূতি ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্রবসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির প্রতি। সরকারের সন্দেহ ছিল যে তারা একসাথে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটাতে পারে। একটি প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছিল যে আরএসএস স্বয়ংসেবকরা সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যেমন সেনা, নৌবাহিনী, ডাক ও টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে এবং প্রশাসনিক পরিষেবাগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছে যাতে সময় এলে প্রশাসনিক বিভাগগুলিকে দখল করতে কোনও অসুবিধা না হয়। এটি আরও উল্লেখ করেছিল যে সংগঠনটি তীব্রভাবে ব্রিটিশ বিরোধী, এবং এর সুর ক্রমশ জঙ্গি হয়ে উঠছে।

শিবির নিষিদ্ধ করার নির্দেশ জারি করা হয়। স্বরাষ্ট্র বিভাগের একজন কর্মকর্তা, জিএ আহমেদ, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩এ উল্লেখ করেছিলেন যে এটি আরএসএসকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করবে। প্রশিক্ষণ শিবিরে অভিযান চালানো হয় এবং স্বয়ংসেবকদেরগ্রেফতার করা হয়। বিভাজনের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা যখন দেশকে গ্রাস করেছিল, আরএসএস পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখদেরকে বাঁচাতে এবং নিরাপদে ভারতের দিকে নিয়ে যাওয়ার কাজে নিমজ্জিত হয়েছিল। এম. এস.গোলওয়ালকার (গুরু'জী) স্বয়ংসেবকদের নির্দেশ জারি করেছিলেন যে হিন্দু এবং শিখ নাগরিকদের শেষটি নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার পরেই তাদের গ্রাম ত্যাগ করা উচিত। অনেক স্বয়ংসেবক এই প্রক্রিয়ায় তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

গান্ধী যখন দিল্লির শরণার্থী শিবিরে অসহায় লক্ষাধিক লোকের ভিড়ে এসেছিলেন, তখন তিনি আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি আরএসএসকে একটি সুসংগঠিত এবং সুশৃঙ্খল সংস্থা বলেওছেন। মওলানা আজাদের সভাপতিত্বে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি পুনরুদ্ধারের জন্য গঠিত কমিটিতে আরএসএস নেতাদেরও যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা এমন অনেক শক্তির প্রচেষ্টার ফল। আমরা যখন আজাদীর অমৃত মহোৎসব কাল উদযাপন করছি, তখন এই ধরনের সমস্ত প্রচেষ্টাকে স্মরণ করা এবং প্রশংসা করা নিশ্চিতভাবে উপযুক্ত।